ইন্টারনেটে সংস্করণ : http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৮ বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ১২ পৌষ- ১৮ পৌষ, ১৪২০ : ২৮ ডিসেম্বর - ৩ জানুয়ারি, ২০১৩, ২৪ শফর-১ রবিঃআউঃ, হিজরি ১৪৩৪, ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

টিম কেজরিওয়াল

১)যোগেন্দ্র যাদব-স্টাডি অব ডেভলপমেন্ট সায়েন্স-এর সিনিয়র ফেলো-মনস্তাত্ত্বিকভাবে তিনি 'আপ'-এর অন্যতম স্তম্ভ।

২)সঞ্জয় সিং- 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট কোরাপশন' মুভমেন্টে অন্যতম প্রথম সারির নেতা। দলের চলার পদ্ধতি ঠিক করার ব্যাপারে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

৩)মনীশ সিসোদিয়া - ভূতপূর্ব সাংবাদিক-অরবিন্দ কেজরিওয়াল যবে থেকে 'এনজিও কবীর' -এর কাজ শুরু করেন তখন থেকে তাঁর সঙ্গী।

৪)কুমার বিশ্বাস-হিন্দি কবি-সাহিত্যের অধ্যাপক। 'আপ'-এর অন্যতম সক্রিয় সদস্য।

৫)পঙ্কজ গুপ্ত- 'আপ'-এর জাতীয় সম্পাদক। এক সময়ের টেকনোলজিস্ট পরবর্তীতে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

৬)গোপাল রাজ - তিনি নির্বাচনে পরাজিত হলেও 'আপ'-এর সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

৭) সাঝিয়া লিমি-'আপ'-এর অন্যতম মুখপাত্র। সামান্য ভোটে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

৮) আশিস তালোয়ার- আগে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মাধ্যম 'আপ'-এর সঙ্গে যোগাযোগ। দলের অন্যতম প্রচার অধিকর্তা।

কোন কোন উল্লেখযোগ্য প্রার্থীকে পরাজিত করেছে 'আপ'

১) ধর্মেন্দ্র সিং কোলি- দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া 'আপ' নেতা সন্তোষ

এরপর পাঁচের পাতায়

দিল্লিতে জন্ম হয়েছে নতুন এক রাজনৈতিক সমীকরণের

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

জন্মক্ষণেই অনেকের ভবিষ্যতের চলার পথের কথা জানা যায়, এধরনের কথা ভারতীয়দের অনেকেই বিশ্বাস করে থাকেন। সেই সুবাদেই দিল্লির ভাবী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কেউ ডাকছেন 'কৃষ্ণ' বলে, আবার কেউ ডাকতে শুরু করেছেন এ যুগের 'গান্ধী' বলে। কারণটা খুবই স্পষ্ট। ১৯৬৮ সালে জন্মাষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অন্যদিকে মাথায় গান্ধী টুপি পরা আম আদমি পার্টির অগণিত সদস্যদের দেখে সবাই মহাত্মা গান্ধীর ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। হরিয়ানার ভিওয়ানি গ্রামে অরবিন্দের জন্ম হয়। অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানিয়েছেন, ছোট থেকেই খুব সিরিয়াস ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত খড়গপুরে আইআইটি-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন ও বিটেক. ডিগ্রি লাভ করেন। আইআইটি-র অধ্যাপক সমর দেব জানিয়েছেন, অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য ছাত্র হিসেবে ছাত্রাবস্থার সময় সবাই তাঁকে ভালবাসত। পড়াশোনা শেষ করে তিনি জামসেদপুরে টাটা স্টিলে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সেখানে ইস্তফা দেন। তৈরি হল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার জন্য। ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে মাদার টেরিজার সঙ্গে দেখা করেন এবং দক্ষিণ কলকাতার কালিঘাটে একটি এনজিও-র কাজ শুরু করেন। ১৯৯৫ সালে ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের ক্যাডার হিসেবে তিনি ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার পদে যোগ দেন। সেখানেও শুরু করেন নতুন অভিযান। সবাইকে বলতে থাকেন, ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া কোনও কিছুই চলবে না। এমনকী যারা ঘুষ দিতে বাধ্য হন তাদের উদ্দেশ্য অরবিন্দ বলেন, সমস্যা থাকলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কাজের ফাঁকে গড়ে তোলেন অন্য ধাঁচের এনজিও 'পরিবর্তন'। ২০১২ সালরে ডিসেম্বর মাসে গড়ে তোলেন আম আদমি পার্টি।

আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও কুমার বিশ্বাস।

২৮ ডিসেম্বর, শনিবার দুপুর ১২টার সময় রাজধানীর রামলীলা ময়দানে দিল্লির সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন 'আপ' নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আগামী ৩ জানুয়ারি কেজরিওয়ালকে আস্থা ভোট নিতে হবে। অরবিন্দ জানিয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে ১৫ দিনের মধ্যে বিধানসভায় জনলোকপাল বিল আনা হবে। প্রথম দফায় দিল্লির মন্ত্রী সভায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল ছাড়াও যাঁরা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন

এরপর পাঁচের পাতায়

শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে একান্তে

আম আদমি পার্টির কর্ণধার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের দিল্লির প্রতিনিধি আনন্দ শ্রীবাস্তব।

প্রশ্ন : দিল্লি বিধানসভায় আপনাদের দলের এই জয়কে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর : নির্বাচনী ফল দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, সাধারণ মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস ও বিজেপি'র সঙ্গে আর সংশ্রব রাখতে চায় না। জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্নীতির জন্য মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ চিরন্তন রাজনীতি অর্থাৎ ধর্ম, জাতপাত, দুর্নীতি, মানি পাওয়ার এবং মাসল

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজ্য মন্ত্রীসভায় দু'টি নতুন মুখ: রদবদলে অনেক চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটের সময় রাজভবনে শপথ নিলেন শ্যামপুকুরের বিধায়ক ডাঃ শশী পাঁজা ও মাথাভাঙার বিধায়ক বিনয় কৃষ্ণ বর্মণ। স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত, মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন স্বপন দেবনাথ। মাত্র কুড়ি মিনিটের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা। এবারের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ছেন হিতেন

বর্মণ(বাদ পড়ার কারণ 'রাজ্য রাজনীতি'র কলমে)। এই লেখা প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত জানা যায়নি, মন্ত্রিসভায় কোনও মন্ত্রীর দফতর বদল করা হচ্ছে কিনা।

নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের

এরপর সাতের পাতায়

মেলার আগে মুড়িগঙ্গায় চালু স্থায়ী জেটি

মেহবুব গাজী

ডায়মন্ডহারবার : গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থী ও সাগরবাসীর দীর্ঘদিন দাবি মেনে কাকদ্বীপের লট নং-৮ স্থায়ী জেটি তৈরি হচ্ছে। আগামী নতুন বছরের শুরুতে

ছবি: সৌরভ মণ্ডল

এই জেটি সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এবারের গঙ্গাসাগর মেলার আগে এই জেটি পুণ্যার্থী পারাপারের সহায়ক হবে। এরপর পাঁচের পাতায়

১৯৪৭-এর একই রূপ ২০১৪-র ক্যালেন্ডারে

অভিমন্যু দাস

বাংলা একটা প্রবচন আছে 'ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়।' আর এই প্রবচনটি এবার সত্যি সত্যি ঘটছে। ২০১৪ সাল আমাদের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। মজার বিষয় হল ২০১৪-এর ইংরেজি ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ১৯৪৭ সালের ক্যালেন্ডারের হবেহু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সংখ্যাতত্ত্বের হাত ধরে ১৯৪৭ থেকে ২০১৪ দীর্ঘ ৬৭ বছরের ব্যবধান একদমই এক হয়ে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক ১৯৪৭ সালের প্রতিটি দিনের সঙ্গে আসন্ন ২০১৪ সালের প্রতিটি দিন মাস ও বার হুবহু এক। আর এই এক হওয়াকে ঘিরেই বিভিন্ন স্যোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই নানান মন্তব্য ভেসে উঠছে। সঙ্গে ছড়িয়েছে হাজার গুজব আর জল্পনা। ১৯৪৭-এর প্রতিটি দিন, তারিখ, বার মিলে যাচ্ছে, তবে কি ২০১৪-তেও ঘটতে চলেছে ১৯৪৭ সালের মতো কোনও চমকপ্রদ ঘটনা? বছর শেষের মুখোই দিল্লিতে 'আপ'-এর যাত্রা শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালের প্রথম দিকেই লোকসভা নির্বাচন। কে হবেন আগামী দিনের ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী তা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। ১৯৪৭-এর মতো এবারও কি ভারতীয় রাজনৈতিক আঙ্গিনায় কোনও নতুন পরিবর্তন আসবে? এই সব হাজারও প্রশ্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ওয়াল জুড়ে অনবরত ভেসে উঠছে।

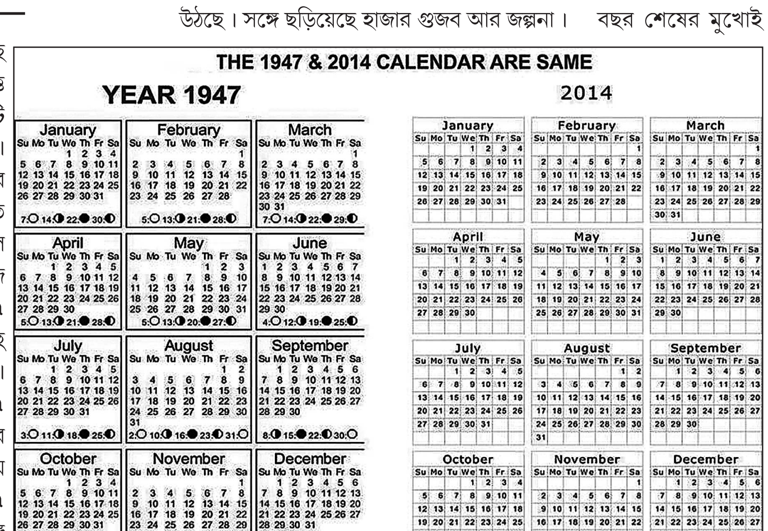

অবশ্য জ্যোতির্বিদরা এই ধরনের কোনও মিরাক্যালের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের কাছে এই ক্যালেন্ডারের

এরপর সাতের পাতায়

ভারতীয় রেলে মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ ১৫৭৫ তরুণ-তরুণী নিয়োগ

উত্তর-পশ্চিম রেলে গ্রুপ ডি

বর্তমানে গ্রুপ ডি পদের নাম হয়েছে ‘পে ব্যান্ড ওয়ান’। এই পদমর্যাদায় ট্রাকম্যান, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডের হেল্পার, খালাসি, ট্রাফিক খালাসি, সাফাইওয়ালা, পয়েন্টসম্যানসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে। নিয়োগের এমপ্লয়মেন্ট নোটিফিকেশন নম্বর ০৩/২০১৩ (জিপি-১৮০০ আরআরসিএনডব্লুআর) ডেটেড ১৪-১২-২০১৩।

ট্রাকম্যান: শূন্যপদ ৪২৩, নিয়োগ হবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড বি ওয়ান।

ট্রাফিক, খালাসী, পয়েন্টসম্যান: শূন্যপদ ১১৭, নিয়োগ হবে অপারেটিভ বিভাগে। মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এ টু।

গেটম্যান: শূন্যপদ ৬, অপারেটিং ও ইঞ্জিনিয়ার দু’বিভাগেই নিয়োগ হবে। মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এ থ্রি।

হেল্পার খালাসি: শূন্যপদ ২০০, নিয়োগ হবে এনভ্যান্ড টি, ইলেক্ট্রিকাল ও মেকানিকাল বিভাগে। মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড বি ওয়ান।

হেল্পার, খালাসি, সাফাইওয়ালা, এইচ এ: শূন্যপদ ১৭১, হেল্পার ও খালাসি পদে নিয়োগ হবে মেকানিকাল ওয়ার্কশপ বিভাগে এবং সাফাইওয়ালা ও এইচ এ নিয়োগ হবে মেডিকেল বিভাগে। মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড সি ওয়ান।

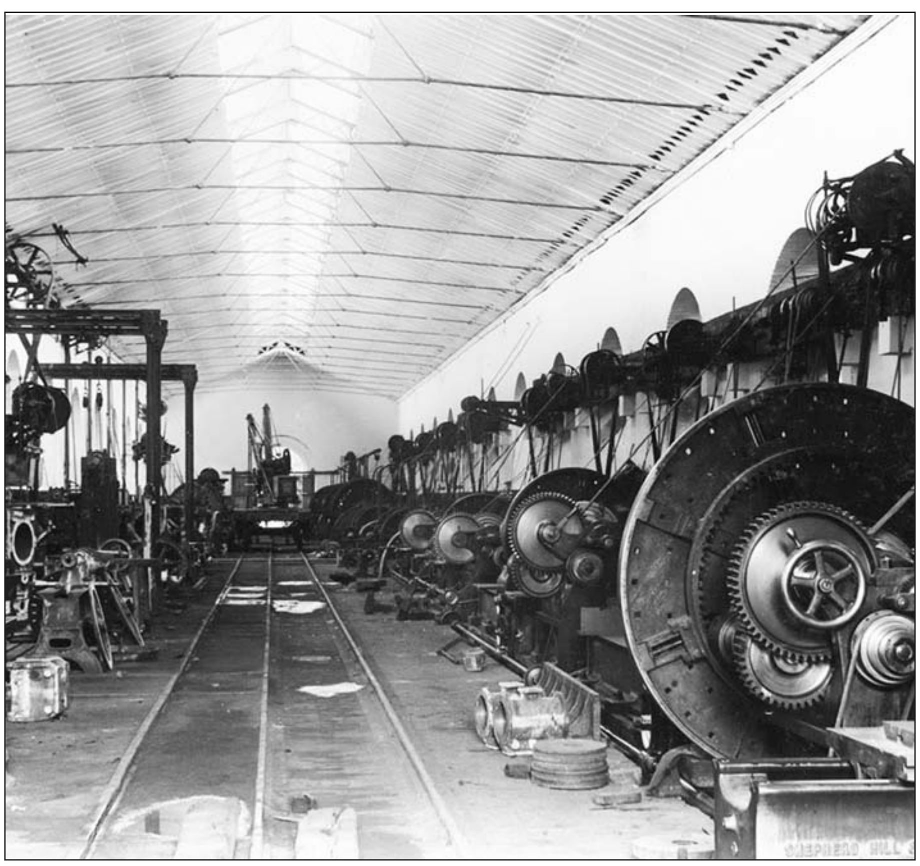

মোট শূন্যপদের মধ্যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তপশিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশ। তবে যাদের উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তারা আবেদন করতে পারবেন।

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে বয়স হতে হবে ১৮-৩৩ বছর। তপশিলিরা ৫, ওবিসি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা ও ডিভোর্সী মহিলারা আবার বিবাহ না করলে ২ বছরের ছাড় পাবেন। ১ জানুয়ারি ১৯৮০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ পর্যন্ত যাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা বয়সের উর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের ছাড় পাবেন। জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট অথবা জেলার শিক্ষাঅফিসারের সই করা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে-১৮০০ টাকা।

পরীক্ষাপদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষায় থাকবে সাধারণ জ্ঞান, অংক, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। মাল্টিপিল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে। হিন্দি, ইংরাজি ও উর্দু ভাষায় প্রশ্নপত্র হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। পরীক্ষার সময় দেড় ঘণ্টা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় পুরুষদের ৪ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে এক হাজার মিটার ও মহিলাদের ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়াতে হবে।

পরীক্ষার ফিজ: ১০০ টাকা। অনলাইন আবেদনের সঙ্গে চালানের মাধ্যমে ফিজ দিতে হবে। চালানের প্রিন্ট আউট নিয়ে ফিজ জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অফ লাইনের ক্ষেত্রে ফিজ দিতে হবে ১০০ টাকার পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে। এটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসার (রিক্রুটমেন্ট) রেল রিক্রুটমেন্ট সেল এনডব্লুআর জয়পুর’-এর অনুকূলে।

দরখাস্ত পদ্ধতি: www.irons.com অথবা www. nwr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। তবে এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। অফ লাইনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ানের প্রিন্ট আউট নিজের হাতে পূরণ করে তার সঙ্গে পোস্টাল অর্ডার, সমস্ত ধরনের শংসাপত্রের নিজের সই করা জেরক্স কপি এবং ডিভোর্সিদের ক্ষেত্রে ডিভোর্সের ডিক্রির কপি এবং ফের বিয়ে না করার মর্মে এফিডেভিট কপি পাঠাতে হবে। বিধবাদের ক্ষেত্রে স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হবে। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন - APPLICATION FOR RECRUITMENT TO POST IN PAY BAND-1 WITH GREAD PAY OF RS. 1800 IN NORTH WESTERN RAILWAY.

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় - THE ASSISTENT PERSONAL OFFICER, RECRUITMENT, RAILWAY, RECRUITMENT CELL, DURGAPURA RAILWAY STATION, JOYPUR-302018. দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০১৪।

রেলের বিভিন্ন ট্রেডে কনস্টেবল পদে নিয়োগ

পুরুষ ও মহিলা উভয়ই নিয়োগ করা হবে আরপিএফ এবং আরপিএসএফ- রেলের এই দুই পুলিশ বাহিনীতে। যেসব পদগুলিতে নিয়োগ করা হবে সেগুলি হল - ১) কনস্টেবল (ওয়াটার কেরিয়ার), শূন্যপদ ৪০৬। ২) কনস্টেবল (সাফাইওয়ালা), শূন্যপদ ১১৭। ৩) কনস্টেবল (ওয়াসার ম্যান), শূন্যপদ ৫৩। ৪) কনস্টেবল (বার্বার), শূন্যপদ ৬১। ৫) কনস্টেবল (মালি), শূন্যপদ ৭। ৬) কনস্টেবল (টেলার), শূন্যপদ ৯। ৭) কনস্টেবল (কবলার), শূন্যপদ ৬। প্রত্যেকটি পদেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত পদ থাকবে এবং মোট শূন্যপদের ১০ শতাংশ প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নিয়োগের এমপ্লয়মেন্ট নোটিশ নম্বর ০১/২০১৩, ডেটেড ২১-১২-২০১৩।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাশ। ট্রেডের কাজ জানলে অগ্রাধিকার।

বয়স:১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ১৮-২৫-এর মধ্যে হতে হবে।

শারীরিক মাপ: অসংরক্ষিত ও ওবিসি পুরুষ প্রার্থীদের উচ্চতা ১৬৫ সেমি., বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে ৮০ ও ৮৫ সেমি.। তপশিলি প্রার্থীদের উচ্চতা ১৬০ সেমি.। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে ৭৬.২ ও ৮১.২ সেমি.। পাহাড়ি পুরুষদের উচ্চতা ১৬৩ সেমি.। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে ৮০ ও ৮৫ সেমি.। অসংরক্ষিত ওবিসি মহিলাদের উচ্চতা ১৫৭ সেমি., তপশিলি মহিলাদের উচ্চতা ১৫২ সেমি., পাহাড়ি মহিলাদের উচ্চতা ১৫৫ সেমি.।

পরীক্ষা পদ্ধতি:লিখিত পরীক্ষায় ১২০টি অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ১। মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে - জেনারেল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫, অংক ৩৫, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০। সময় দেড় ঘণ্টা। অন্তত ৩৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। তপশিলিদের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ। ইংরেজি, হিন্দি ছাড়াও বাংলা ও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষাতেও প্রশ্ন হবে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ১৬০০ মিটার দৌড়, ১৪ ফুট লম্বা লংজাম্প, ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি হাইজাম্প। মহিলাপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, ৯ ফুট লম্বা লংজাম্প, ৩ ফুট হাইজাম্প। ট্রেড টেস্ট থাকবে ৫০ নম্বরের। পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৭৮ সেমি. বেশি হলে ও মহিলাদের ১৬৫ সেমি. বেশি উচ্চতা হলে বোনাস নম্বর পাবেন ৩। এনসিসি সার্টিফিকেটের জন্য ও খেলাধূলায় বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলে বোনাস নম্বর পাবেন।

বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: www.indianrail.gov.in ওয়েবসাইট থেকে আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করুন। কেবলমাত্র অফ লাইনে সাধারণ ডাকে আবেদন পাঠানো যাবে। পরীক্ষার ফিজ বাবদ ৪০ টাকার পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট দিতে হবে। মহিলা, তপশিলি জাতি উপজাতি, প্রাক্তন সেনাকর্মী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের পরীক্ষার ফিজ লাগবে না। বছরে পারিবারিক আয় ৫০ হাজার টাকার কম হলে প্রার্থীদের কোনও ফিজ দিতে হবে না। ড্রাফট বা পোস্টার অর্ডার দিতে হবে - THE FINANCIAL ADVICER AND CHIF ACCOUNT OFFICER, NORTHEAST FRONT YEAR RAILWAY-এর অনুকূলে। প্রদেয় হবে MALIGAON-তে। আবেদনপত্রে নির্দিষ্ট জায়গায় পুরুষদের বা হাতের আঙুলের ও মহিলাদের ডান হাতের আঙুলের ছাপ দিতে হবে। প্রার্থীর নিজের ছবি ৩.৫ সেমি. বাই ৪.৫ সেমি.-র নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে আরও তিনটি রঙিন ছবি দিতে হবে। ছবির পিছনে প্রার্থীর নাম লিখতে হবে। সমস্ত শংসাপত্রের নিজের সই করা জেরক্স কপি দিতে হবে। ২৮ বাই ১২ সেমি. মাপের খামে নিজের নাম ঠিকানা লিখে ও প্রত্যেকটিতে ৫ টাকার ডাকটিকিট সেঁটে আবেদনপত্রে সঙ্গে দিতে হবে। দরখাস্তভরা খামের ওপরে লিখেবেন - APPLICATION FOR THE POST OF ANCILLARY IN RPF INCLUDING RPSF. পাঠাবেন এই ঠিকানায় - CHIEF SECURITY COMMISONER, RPF, NORTH EAST FRONT YEAR RAILWAY, MALIGAON, GUWAHATI, PIN-718011, ASSAM, POST BOX NO.-8, MALIGAON RAILWAY HQMDG. দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৯ জানুয়ারি ২০১৪।

এজেন্ট চাই

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যারা আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে চান সত্বর যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।

ফোন করুন

এই নাম্বারে ঃ ৯৮৭৪০১৭৭১৬,৯৮৯১৬৫৭৭৪৩

মাতলা নদীর সেতু নির্মাণ পরিদর্শনে অধীর

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং : মাতলা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ পরিদশন করতে এসেছিলেন রেল প্রতিমন্ত্রী অধীররঞ্জন চৌধুরী। পরিদর্শনের পর রেলের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মন্ত্রী। বৈঠকের অধীরবাবু বলেন, রেলের ১৩টি প্রকল্প হাতে রয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ২ হাজার ১২৩ কোটি টাকা প্রয়োজন। নতুন রেলপথের জন্য ভাঙনখালি থেকে বাসন্তী পর্যন্ত সার্ভে করা হবে। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে ভূমি দফতরকে বলা হয়েছে। রেলে এখন লোকসানে চলছে। রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে অর্থ খরচ করলে তাতে রেলে উন্নয়নে গতি আসবে। ইতিমধ্যে ১০টি রাজ্য রেলকে আর্থিক সাহায্য করেছে। ৩৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে, যাতে খরচ হচ্ছে ৩০ হাজার কোটি টাকা।

ইউপিএ-২ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পর্ক তিক্ত ছিল। তার ওপর অধীরবাবুর গ্রেফতারের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে রেল প্রতিমন্ত্রীর সম্পর্কটা তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাই ব্রিজের কাজ পরিদর্শনে এসে অধীরবাবু বলেন, জমি জট নিয়ে রাজ্যে একটি সমস্যা রয়েছে। রাজ্যকে জমি অধিগ্রহণ করে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে।

২০০৯ সালের ১৪ নভেম্বর সুন্দরবনের ক্যানিং মাতলা নদীর চড়ে ক্যানিং-ভাঙনখালি নতুন রেল সম্প্রসারণ শিলান্যাস করেন। সেই সময় মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন ক্যানিং-ভাঙনখালি প্রথম ধাপে রেলপথ চালু হবে। দ্বিতীয় ধাপে ডাউনখালি থেকে বাসন্তী তারপর ঝড়খালি পর্যন্ত রেলপথ চালু হবে। কিন্তু ইউপিএ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের পর সেতু নির্মাণের গতি শ্লথ হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ।

ঘাটতি মেটাতে পেঁয়াজের বীজ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রাজ্যে পেঁয়াজের ঘাটতি মেটাতে বীজ বিতরণ করা হল কৃষকদের মধ্যে। সম্প্রতি ক্যানিং-১ নম্বর ব্লকের ৬০জন কৃষকের হাতে পেঁয়াজের বীজ তুলে দেন জেলা পরিষদের সহ সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী। তিনি বলেন, রাজ্যে পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা পেঁয়াজ চাষ করে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। এই সাফল্য গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। ক্যানিং-১ ব্লক কৃষাণ ক্ষেত্র মজুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র বলেন, গত বাম সরকারের ব্যর্থতা কৃষকেরা চাষবাসের

ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন। পরিবর্তনের পর কৃষকেরা এখন সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন, বীজ প্রাপক কৃষকদের মধ্যে মাকবুল মোল্লা, সিয়ামত মোল্লা, সন্তোষ সর্দার মদন হালদার জানিয়েছেন, বিগত বাম সরকারের আমলে কোনও সহায়তায় পান নি তাঁরা।

রেন্টাল হাউজিং দ্বারোদঘাটন করলেন আবাসন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : সরকারি কর্মচারীদের জন্য ডায়মন্ডহারবার থানার মহকুমা শাসক কার্যালয়ের পার্শ্বস্থ ২০ শতক জমির উপর নব নির্মিত রেন্টাল হাউজিং এস্টেট দ্বারোদঘাটন করেন রাজ্যের আবাসন ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের তৃণমূলের বিদায়ক দীপক হালদার, রাজ্য আবাসন দফতরের সচিব অজয় কুমার দত্ত, বিশেষ সচিব আশীষ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলাশাসক অশোক কুমার দাস, মহকুমা শাসক মৌমিতা সাহা প্রমুখ।

নবনির্মিত রেন্টাল হাউজিং এস্টেট টি করতে ব্যয় হয়েছে আড়াই কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে আবাসন মন্ত্রী বলেন, এনিয়ে রাজ্যে ১০৪টি রেন্টাল হাউজিং তৈরি করা হয়েছে। এ এবং বি ক্যাটাগরি সরকারি কর্মচারীরা এই রেন্টাল হাউজিংয়ে উপকৃত হবেন। সুন্দরবনে সার্বিক উন্নয়নের জন্য আগামী দিনে ক্যানিং এবং কাকদ্বীপ মহকুমায় আরও রেন্টাল হাউজিং গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

সারাবছর জলমগ্ন রেনিয়ায় হাজারও সমস্যা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, গড়িয়া : গড়িয়া বোড়াল সংলগ্ন এই অঞ্চলটিতে ৭০ হাজারের বেশি মানুষের বাস। অথচ রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলে আজ অবধি একটি ভাল রাস্তা উপযুক্ত জল নিকাশী ব্যবস্থা পুলিশ ফাঁড়ি কিছুই নেই। এলাকার পৌরমাতা সিপিএমের বিজলী দাস জানালেন, আমার বরাদ্দের টাকা পুরোটাই খরচ করা হয় এলাকার উন্নয়নে। কিন্তু এলাকা নীচু হওয়াতে,১১১,১১২,১১৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং বনহুগলির ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকা থেকে জল এসে এখানে জমে।

স্থানীয় নলকূপ থেকে নোনাজল ওঠে। ফলে বাসিন্দাদের জল আনতে হয় বহুদূর থেকে অথচ পাশের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে নোদাখালির পানীয় জল এসে গেছে। মানুষ অসুস্থ হলে রাস্তার অব্যবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটা রীতিমত সমস্যার ব্যাপার। এলাকায় কিছু ঘটনা ঘচলে সোনারপুর থানায় যাওয়া খুব সমস্যা। তাই একটি পুলিশ ফাঁড়ির বিশেষ প্রয়োজন। ৭০০জন বিপিএল তালিকায় আছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ কার্ড হাতে পাননি। বিএসইউ প্রকল্পে ১৭০টি বাড়ি তৈরি হয়েছে কিন্তু এলাকা জলমগ্ন থাকছে বলে সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

জয়নগর থেকে প্রার্থী দিতে উদ্যোগী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আগামী লোকসভা নির্বাচন নিয়ে তৎপরতার সুর শোনা গেল তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের গলায়। জয়নগর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী দেবে বলে ঘোষণা করলেন গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। তৃণমূলের রাজনৈতিক সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বামফ্রন্টকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বিধায়ক বলেন, গত লোকসভা ভোটে উক্ত কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের জোট প্রার্থী জয়ী হয়েছিল। ক্যানিং মহকুমায় বামদুর্গে ভাঙন লেগেছে। আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে ১৩টির মধ্যে ১০টি তৃণমূলের দখলে। পঞ্চায়েতের ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল বিধায়কের গলায়। পাশাপাশি সম্মেলনে সুন্দরবন উন্নয়নে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা বলেন বিধায়ক। খুব শীঘ্রই গদখালি-গোসাবা ব্রিজ নির্মাণ, ঝড়খালিতে ইকো-ট্যুরিজম তৈরি করা হবে।

পর্যটন শিল্প চাঙ্গা হলে কর্মসংস্থান বাড়বে সুন্দরবনে। অন্যদিকে আমতলী বাজার থেকে চিমটা বাজার এবং দক্ষিণ আমতলি খেয়াঘাট হতে আমতলী ১১কিমি সড়কপথে নতুন সড়কের নির্মাণের সূচনা হয় বিধায়কের হাত দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা থেকে সড়ক নির্মাণের জন্য ৪কোটি ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত সদস্যের নিজস্ব অনুদানে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : জেলার চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়ন ঘটাতে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে ৬লাখ টাকা অনুদান ছিলেন তৃণমূলের গ্রাম সদস্য রঞ্জন মণ্ডল। সুন্দরবন কোস্টাল থানার আমতলী বাজারে এই নব নির্মিত উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। উদ্বোধনের দিনে অনুদানকারী গোসাবা ব্লকের আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের কংগ্রেসের নির্বাচিত গ্রাম সদস্য রঞ্জন মণ্ডল বলেন, বিগত বাম সরকার জেলা স্বাস্থ্য উন্নয়নে কোনও কাজ করেনি। উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জেলার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

কলকাতায় চিত্র প্রদর্শনীতে নাইন আর্টিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সাউথ গ্যালারিতে গত তিন থেকে নয় ডিসেম্বর অপূর্ব, অরুণাভ, অরিন্দম, বিমল, বিশ্বজিৎ, গৌতম, হেমন্ত, সঞ্জু ও সমীর এই নাইন আর্টিস্টে'র চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিষয়ে এক গ্রুপ এগজিবিশন হয়ে গেল। আট চিত্র শিল্পীর ৪৯টি ছবির প্রদর্শণীতে প্রতেক শিল্পীর নিজনিজ চিত্রকলায় বৈসাদৃশ্যের ছায়া উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। আর এভাবেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে অরিন্দম দেবনাথ ও অপূর্ব মজুমদার। অরিন্দম মূলত চার থেকে পাঁচটি রঙের ওপর ভর করে মনের গভীর থেকে গভীরতর স্বপ্নের ওপর বিচরণ করে যে চিত্রকলার জন্ম দেন তা ভারতীয় দর্শককূলকে ভাবিয়ে তোলে।

আবার শিল্পীর কথা থেকেও তার ছাপ মেলে না। অথচ শিল্পী গত পাঁচ বছর যাবৎ এমন অসাধারণ কাজ করে চলেছেন। ছবির মুখমন্ডল ও গাত্রবর্ণ শীতপ্রধান ইউরোপ ও উত্তর এশিয়ার এবং ভীষণ মসৃণ। আর অপূর্ব মজুমদার প্রধানত কলকাতার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের জি.পি.ও, রবীন্দ্র সেতু (হাওড়া ব্রিজ), কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের 'ড্রাইডক' ইত্যাদি কলকাতা স্থাপত্যের পেপার ওয়াটার কালার। যা কলকাতাবাসীর কাছে গর্বের ও অহঙ্কারের। প্রদর্শনীর মাঝে ছিল বিমল পোদ্দার ও গৌতম চক্রবর্তীর ১৩টি 'উডমিডিয়ামে'র ভাস্কর্য।

বোমাঘাতে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : তিন দুস্কৃতীর বোমাঘাতে মৃত্যু হল আলাউদ্দিন মোল্লা নামে এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে মথুরাপুর থানার লালপুর এলাকায়। বাড়ি ফেরার পথে আলাউদ্দিন মোল্লার ওপর হামলা চালায় তিন দুস্কৃতী। দুস্কৃতীদের খোঁজে এলাকায় চিরুণী তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পর্যটনের স্বার্থে জেলাপরিষদের বাংলোর সংস্কার প্রয়োজন

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা ব্লকের অন্তর্গত হুগলী নদীর পূর্ব প্রান্তে ৮৩ নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে জেলা পরিষদের বাংলো বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। বাম আমলে তৎকালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী এই বাংলো বাড়িটির উদ্বোধন করেছিলেন। একসময় এই বাংলো বাড়িটি জমজমাট ছিল। দোতলা বাড়িটিতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জেলা পরিষদ থেকে বাংলো বুকিং করে অনেকে এখানে বেড়াতে আসতেন। ফলতা এলাকার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। নদী তীরবর্তী এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এখানে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়িও আছে। জেলা পরিষদের বাংলোটিকে জলের পরিখা ঘিরে আছে। ফলতার এই স্থানেই ইংরেজ সৈন্য বাহিনী দুর্গ বানিয়ে ছিল। দুটি সেই সময়কার কামান ছিল এই স্থানে। বর্তমানে একটি ফলতা থানা এলাকায় সংরক্ষণ করা আছে।

সম্প্রতি জেলাপরিষদের বাংলোটিতে গিয়ে দেখা গেল, বাংলোটি প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে। অনেকেই বসে তাস খেলছেন। বাংলোর পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। এক সময় বাংলোর কেয়ারটেকার ছিলেন, নিতাই প্রামানিক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দিলীপ প্রামানিক তাঁর দায়িত্বে আসেন।

বাংলোর ঢোকার মুখে একটি ভাঙা ঘরে দিলীপবাবু থাকেন। তাঁর স্ত্রী শুক্লা প্রামাণিক জানালেন, তাঁরা দীর্ঘদিন কোনও সাম্মানিক পাননি। নতুন করে বাংলোটি সংস্কার হবে বলে শুনেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা হারাধন দাস জানলেন, বাংলোটি সংস্কার করলে অনেকেই এখানে থাকতে পারবেন। শীতের সময় অনেকে ফলতায় আসেন পিকনিক করতে।

সরকারিভাবে এখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলে জেলা পরিষদের আয়ও বাড়বে। পর্যটকদেরও সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিনা সেখ জানালেন, ওই বাংলোটির সংস্কারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ফলতায় পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের ব্যাপারেও পরিকল্পনা চলছে।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আগামী ৬ই জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে বেলা ১২ ঘটিকায় জয়নগর-২ সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীকের কার্যালয়ে, বুথ নং-১০০ ডারাবাপুলিরচক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট গ্রাম পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন গুলিচালানো এবং পুলিশের গুলিতে নিহত মৃত অমল হালদার, পিতা গয়ারাম হালদার, ঘোষালেরচক, পোষ্ট-মায়াহাউরি, থানা-জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজেষ্ট্রিয়াল এনকোয়ারীর জন্য সাক্ষ্যদানের দিন ধার্য করা হইয়াছে। উক্ত দিনে কাহারো এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য থাকলে উপরি উল্লিখিত সময় জয়নগর-২ সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীকের কার্যলয়ে উপস্থিত থাকার জন্য জানানো হচ্ছে।

শুনানির দিন ও স্থান

জয়নগর-২ সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীকের কার্যালয়,
নিমপীঠ, পোষ্ট-নিমপীঠ, পিন-৭৪৩৩৩৮
সময় : বেলা ১২ ঘটিকা
তারিখ : ৬ই জানুয়ারি, ২০১৪

স্বাঃ
ডঃ বিশ্বজিৎ পান্ডা, ডাব্লু.বি.সি.এস (এক্সিকিউটিভ)
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১৩১৯(২)/জে.ত.স.দ/২৪পরঃ(দঃ)/২৭.১২.১৩

জলপাইগুড়িতে বিস্ফোরণ হত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়পুরে সাইকেলে রাখা বোমা বিস্ফোরণে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও চারজন। একটি সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, ওই বিস্ফোরণে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এল ও)-কেই সন্দেহ করা হচ্ছে। যদিও তারা এই ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। আরও জানা গিয়েছে, মায়ানমারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কে.এল.ও'র সশস্ত্র শাখার প্রধান শ্যাম রায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন দুষ্কৃতী এ কাজ করেছে বলে গোয়েন্দাদের বিশ্বাস। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণে নিহতরা হলেন, রসিদুল ইসলাম (২০), অঞ্জন রায় (২৫), লালমোহন দেবনাথ (৪২), পাপ্পু রাহমান (২৩) ও আর্নেস হোসেন (২০)। রসিদুল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। অন্যদিকে অ্যাম্বুলেন্স চালান পাপ্পু রহমান। এ বিষয়ে আই জি (আইনশৃঙ্খলা) অনুজ শর্মা জানিয়েছেন, লালমোহন দেবনাথ কে.এল.ও-র লিঙ্কম্যান হিসেবে কাজ করতেন। তিনিই সাইকেলে বিস্ফোরক নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতই বেশ ছিল যে, লালমোহনের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তিনি মাংসের দোকানে কসাই-এর কাজ করতেন।

স্বরাষ্ট্র সচিব বাসুদেব বন্দ্যাপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেছেন, এখনও স্পষ্ট হচ্ছে না, ওই সেতুর উপরে বিস্ফোরণের ছক ছিল নাকি অন্য কোথাও তা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোয়েন্দারা সন্দেহ করছেন, বিস্ফোরকটিতে টাইমার লাগানো ছিল।

উদ্দেশ্য ছিল, নির্দিষ্ট সময়ে বিস্ফোরণ ঘটানো। লালমোহন ছাড়া আর যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁরা সকলেই স্থানীয় বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক গোয়েন্দা অফিসার বলেছেন, ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছে, কে.এল.ও তাদের অপারেশনের ধরন বদলেছে। অতীতে তারা গুলি চালিয়ে নাশকতামূলক কাজকর্ম করত।

কেন, কে বা কারা এই বিস্ফোরণ ঘটনা ঘটিয়েছে এই লেখা প্রেসে যাওয়া অবধি না জানা গেলেও এর কারণ হল, এখন চা ও পর্যটন শিল্পে রমরমার ফলে আবার টাকা আসতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গে। এই অবস্থায় আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারলে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

একইসঙ্গে উত্তরপূর্ব প্রান্তের অন্য জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিও উত্তরবঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবে। বৃহস্পতিবার সিআইডি-র একটি দল দুর্ঘটনা স্থলে গিয়ে যাবতীয় নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। সবশেষে পাওয়া খবরে প্রকাশ এই বিস্ফোরণের দায় অস্বীকার করেছে কে.এল.ও।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: শনিবার বিকেলে কৌশল্যা সরদার (৫৫) নামে এক মহিলার দেহ আমলা মেথি ৫ নম্বর গ্রামের একটি গোয়াল ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষ এই মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আদিবাসী লোকরঞ্জন উৎসব উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : আদিবাসী মহিলাদের ফুটবল খেলা দিয়ে শেষ হল সুন্দরবন সুনামি সচেতন বিবেক মেলা ও আদিবাসী লোকরঞ্জন উৎসব। মেলায় ৮টি সরকারি এবং ৬টি বেসরকারি স্টল। মেলার মূল আকর্ষণ ছিলল আদিবাসী লোকনৃত্য, ঝুমুর, টুসুগান, তরজা পাঁচালী-র মতো লোক সংস্কৃতি। মেলায় ছিল ঝড়খালি থেকে ১০কিমি মহিলাদের ম্যারাথন এবং নফরগঞ্জের আদিবাসীদের ফুটবলের আয়োজন করেছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

যত্রতত্র মদের ঠেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: দলীয় ইন্ধন আর ক্ষমতা থাকার জন্য যত্রতত্র মদের ঠেক বানিয়ে যেভাবে রাজনৈতিক নেতারা উঠতি ছেলেমেয়েদের কু-পথে নিয়ে যাচ্ছে তা শীঘ্রই বন্ধ হওয়া উচিত বলে গত চার ডিসেম্বর উত্তর কলকাতাস্থিত রামমোহন লাইব্রেরির প্রেক্ষাগৃহে 'নারী নির্যাতনের সেকাল ও একাল' বিষয় এক আলোচনা সভায় অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার তাঁর বক্তব্যে জানান। সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, সরকারের মদত ছাড়া এসব হয় না। আর প্রতিবাদ করলেই পরিণতি হচ্ছে সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের মতো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সোনারপুর সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ
সোনারপুর সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি বিল্ডিং, বোসপুকুর, কলকাতা-৭০০ ১৪৯

সত্যমেব জয়তে

পত্রাংক ঃ ৪২৮/আই.ডি.সি.এস. সোনা — তারিখ - ২৬/১২/২০১৩

সোনারপুর সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলির জন্য কিছু সংখ্যক কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদের নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সংরক্ষণ তালিকা অনুসারে অনুমোদিত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক বা সমতুল্য পাশ, ০১.০১.২০১৪ তারিখে ১৮-৩৫ বৎসর বয়সী, কেবলমাত্র সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় এবং রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী মহিলা প্রার্থীদের নিকট নিম্নে বর্ণিত শর্তে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। এই নিযুক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা সেবামূলক। এই কাজে নিযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী / সহায়িকারা কখনই সরকারী কর্মী রূপে গণ্য হইবে না। অঙ্গনওয়াড়ী কাজের জন্য সাম্মানিক ভাতা প্রতিমাসে কেবলমাত্র - ৪৩৫০ টাকা এবং সহায়িকাদের ক্ষেত্রে সাম্মানিক ভাতা প্রতিমাসে কেবলমাত্র ২৮৫০টাকা দেওয়া হইবে। বিশদে জানার জন্য সি.ডি.পি.ও সোনাপুর আই.ডি.সি.এস. অফিসে যোগাযোগ করুন।

		অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী	সহায়িকা
০১	শূন্যপদ	২৩	১৫
০২	সংরক্ষণ নীতি অনুসারে শূন্যপদ	সাধারণ ঃ- ০৬ তপশীলি জাতি ঃ- ০২ তপশীলি উপজাতি ঃ- ১০ অন্যান্য অনগ্রসর জাতি ঃ- ০১ শারীরিক প্রতিবন্ধী ঃ- ০৪	সাধারণ ঃ- শূন্য তপশীলি জাতি ঃ- শূন্য তপশীলি উপজাতি ঃ- ০৯ অন্যান্য অনগ্রসর জাতি ঃ- ০৬

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সোনারপুর সুসংহত শিশু
বিকাশ সেবা প্রকল্প
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১৩২১(২)/জে.ত.স.দ/২৪পরঃ(দঃ)/২৮.১২.১৩

নতুন এক রাজনৈতিক সমীকরণের

প্রথম পাতার পর

তাঁরা হলেন মনীশ সিসোদিয়া, রাখি বিড়লা, সোমনাথ ভারতী, সৌরভ ভরদ্বাজ, গিরীশ জৈন ও সত্যেন্দ্র জৈন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আপ দিল্লি বিধানসভার ১২টি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ৯টি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, কেজরিওয়ালের সততার প্রভাবেই 'বাল্মীকি' মানুষজন কুণ্ঠাহীনভাবে 'আপ'কে সমর্থন করেছে।

কংগ্রেসের অধিকাংশ মন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকারসহ বেশিরভাগ বিধায়ক এবারের নির্বাচনে ভোট ৪০.৩ থেকে ২৫-এ নেমে এসেছে। বিজেপি'র ভোট ব্যাঙ্কেও ৩৭ শতাংশ থেকে ৩৪-এ নেমে গিয়েছে।

কি করে নির্বাচনে এত সাফল্য এল, এই প্রশ্নের উত্তরে অরবিন্দ কেজরিয়াল বলেছেন, 'প্রায় প্রত্যেক ভোটারের কাছে দলের কর্মীরা নির্দিষ্ট বার্তা নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

নির্বাচনী ইস্তাহার সমগ্র দিল্লিবাসীর উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচন। আমরা সবসময় চাই মানুষের কাছে নতুন এক রাজনীতি তথা সমাজনীতি উপহার দিতে।

খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার মানুষ 'আপ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তারা চাইছেন অদূর ভবিষ্যতে এই দলের সঙ্গে অশোক খেমকা, দুর্গাশক্তি নাগপালের মতো প্রতিবাদী আই.এ.এস. অফিসারেরা যোগ দিন।

এছাড়াও তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে রায়বেরিলি কেন্দ্রে কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর বিপরীতে সঞ্জয় সিং এবং রাহুল গান্ধীর বিপরীতে কুমার বিশ্বাসকে প্রার্থী করতে।

শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে একান্তে

প্রথম পাতার পর

পাওয়ারকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, 'আপ' অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির বিকল্প হয়ে উঠতে পারে?

উত্তর : এই প্রথম একটি দল রাজনৈতিক অঙ্গনে লড়াই করল, সত্য এবং সততার ওপর ভিত্তি করে। মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি পরিত্যাগ করে সৎ রাজনীতিকে সমর্থন করেছে। সন্দেহ নেই, ভারতীয় রাজনীতির আঙ্গিনায় একটি সৎ রাজনীতির যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই প্রথম প্রমাণিত হল, সৎভাবেও রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় এবং সাধারণ মানুষজন এখানে যোগ দিতে পারেন। আমরা অনেক নতুন জিনিসের প্রবর্তন করেছি। যা আয় এবং খরচ করেছি তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছি। নির্বাচনের চারদিন আগে এমন একজনকে দল থেকে বহিষ্কার করেছি, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। আমাদের দলের পক্ষে যাঁরা নিবিড়ভাবে প্রচার করেছেন তাদের সঙ্গে কংগ্রেস বা বিজেপি কর্মীদের কোনও তুলনাই করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : আপনারা কি ভেবেছিলেন নির্বাচনে ২৮টা আসন পাবেন?

উত্তর: আমরা এটা আশা করেছিলাম যে, দিল্লিতে সরকার গড়তে পারব। তবে সাধারণ মানুষ অনেকেই আশা করতে পারেননি, আমরা এতগুলি আসন পাব। যদি পুনর্নির্বাচন হয় তাহলে আরও আসন পাব। জনগণ এখন আমাদের একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে।

প্রশ্ন : আপনি কেন শীলা দীক্ষিতের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

উত্তর : আমার ওঁর সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। ওঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে। আসলে এই লড়াইটা করেছি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। আমাদের লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য ছিল, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্নীতি দূর করা।

প্রশ্ন : দিল্লির উন্নয়নের জন্য আপনি এখন কি ভাবছেন?

উত্তর : দেখতে হবে, কিভাবে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। যদি একান্তই দিল্লি বিধানসভার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয় তাহলে আমাদের এক ধরনের ভাবনা ভাবতে হবে। তখন আমরা গঠনমূলক বিরোধিতা করব। আবার সরকার গঠন করলে ফোকাসটা পুরোটাই বদলে যাবে।

প্রশ্ন : 'আপ' কি ২০১৪'র লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?

উত্তর: অবশ্যই। কারণ, দুর্নীতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হল, দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা। আমরা ইতিমধ্যেই যোগেন্দ্র যাদবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে লোকসভা নির্বাচনের পদ্ধতি ঠিক করার কাজ শুরু করেছি। এই কমিটি ঠিক করে দেবে আমরা কিভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।

প্রশ্ন : আপনারা কি নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেবেন?

উত্তর : আবার বলছি, এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কমিটি আমাদের পথ নির্দেশ করবে। যথাসময়ে আমরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

প্রশ্ন : আপনি কি আগামীদিন রাজনীতিবিদ হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করবেন?

উত্তর: বাকি জীবনটা রাজনীতিবিদ হিসেবেই কাটাব। সারা দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করার শপথ নিয়েই এই নতুন জীবন শুরু করেছি। যতদিন না পর্যন্ত এই কাজ শেষ করতে পারব, ততদিন লড়াই জারি থাকবে।

মেলার আগে মুড়িগঙ্গায় চালু স্থায়ী জেটি

প্রথম পাতার পর

আগে গঙ্গাসাগর মেলায় পৌঁছাতে পুণ্যার্থীদের মুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে সাগরের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছতে হয়। প্রায় সাড়ে ৩কিমি পথ ভেসেলের মাধ্যমে যাত্রীদের নদী পারাপার করতে হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই নদীর বিস্তীর্ণ অংশে পলি জমে যাওয়ায় ভাঁটার সময় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪-৫ ঘণ্টা ভেসেল চলাচল বন্ধ থাকে। ভাটার সময় যাত্রী পারাপারের জন্য নৌকা বা ভুটভুটি চলাচল করত। কিন্তু এর ফলে অনেক গুলি বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে নদীতে। সেই সকল দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ভাঁটার সময় যাত্রী পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়।

নদীতে প্রতিবছরই পলি তোলার কাজও হয়। কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলার জন্য লট নং-৮ ও কচুবেড়িয়ার দিকে ৩টি করে অস্থায়ী জেটি তৈরি করে পুণ্যার্থী পারাপার করা হয়। সেই মত লট নং-৮ তৈরি করা হয়েছিল ৪ নং জেটি।

এই জেটির কাছে নদীর নাব্যতা বেশি হওয়ার ভাঁটার সময়ও যাত্রী পারাপার করা যায়। গত বছর মেলার পরও এই জেটি দিয়ে যাত্রী পারাপার চলত। সেই সময় সাগরবাসীর পক্ষ থেকে দাবি ওঠে অস্থায়ী ৪ নং জেটিটিকে স্থায়ী করার। জেলা প্রশাসন সেই দাবির মান্যতা দিয়ে সেচ দফতরকে স্থায়ী জেটি তৈরি করার দায়িত্ব দেয়। লট নং-৮ পাশে কালী নগরে জোরকদমে চলছে স্থায়ী জেটি তৈরির কাজ। প্রায় ১২০ মিটার লম্বা ও সাড়ে ৫ মিটার চওড়া কংক্রিটের এই জেটির উদ্বোধন হবে আগামী ৬ জানুয়ারি। পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যে এই জেটির নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখে গিয়েছেন।

সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা বলেন, গত বছর সাগর মেলায় এই জেটিটি অস্থায়ীভাবে করা হয়েছিল। পরে দেখা যায় এখানে নাব্যতা বেশি জল গভীরতা বেশি হয়। ফলে ভাঁটার সময়ও ভেসেল চলাচলে সমস্যা হবে না। সেই কথা ভেবে সরকার স্থায়ী জেটি নির্মাণ করে দিচ্ছে। মেলায় আসা পুণ্যার্থী থেকে সাগরবাসী সকলেই উপকৃত হবেন।

টিম কেজরিওয়াল

প্রথম পাতার পর

কোলি'র ভাই। তিনি কংগ্রেসের ভির সিং ধিঙ্গাকে সীমাপুরী কেন্দ্র পরাজিত করেছেন।

২) সৌরভ ভরদ্বাজ- এই তরুণ সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার দিল্লির গ্রেটার কৈলাশ কেন্দ্রে বিজেপি নেতা বিজয় কুমার মালহোত্রার ছেলে অজয় কুমারকে পরাজিত করেছেন।

৩)রাখী বিড়লা-তরুণ এই টিভি সাংবাদিক দিল্লির মঙ্গলপুরী কেন্দ্রে রাজ্যের মন্ত্রী রাজকুমার চৌহানকে পরাজিত করেছেন।

৪) সুরেন্দর সিং- অতীতের এনএসজি কমাণ্ডো, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রে বিজেপি-র করণ সিং তালওয়ারকে পরাজিত করেছেন।

৫) অশোক চৌহান- যদিও তিনি কোন দিন কলেজের চৌকাঠ মাড়াননি এবং বর্তমানে কর্মহীন 'আপ'-এর এই নেতা দিল্লির আম্বেদকর নগর কেন্দ্রে কংগ্রেসের চৌধুরী প্রেম সিং-কে পরাজিত করেছেন।

৬)সোমনাথ ভারতী- পেশায় আইনজীবী এবং আইআইটি-র প্রাক্তন ছাত্র দিল্লির মালভিয়ানগরে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিরণ ওয়ালিকে পরাজিত করেছেন।

৮)রাজেশ গর্গ- আইনের ছাত্র। তিনি পরাজিত করেছেন দিল্লির বুরারী কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শ্রী কৃষাণকে পরাজিত করেছেন।

৯) প্রকাশ ঝাওয়ার- ভূতপূর্ব এমএনসি কর্মী। তিনি দিল্লির দেওলি কেন্দ্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বুঝ সিং -এর ছেলে অরবিন্দারকে পরাজিত করেছেন।

পলাতক ১ কয়েদি ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উস্তি : পুলিশের গাড়ি দুর্ঘটনায় পালাল তিনজন কয়েদি। যদিও পুলিশি তৎপরতায় ধরা পড়েছে ১জন আসামী। বাকি দুজনের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃত পলাতক কয়েদির নাম রুহুল আসিন। অন্য দুই পলাতক আসামীরা হল হিব্রাহিম শেখ, সপ্তদ্দিন গাজি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কাকদ্বীপ আদালত থেকে কয়েদিদের জেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায় তিন কয়েদি। যার মধ্যে একজন ধরা পড়ে। দুর্ঘটনায় গাড়ি চালক সহ দুজন কনস্টেবল আহত হয়েছেন।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন জনকে আটক করল ক্যানিং থানার পুলিশ বাহিনী। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বাসন্তী থানার ভাঙন খালি গ্রামের বাসিন্দা হাফিজুল গাজি, আব্দুল হক লস্কর এবং মহম্মদ সাবির হুসেন সর্দার মাতলা ব্রিজ এলাকার নতুন ব্রিজ দিয়ে ক্যানিংয়ে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করছে। গোপন সূত্রে এই আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের খবর পেয়ে ওসি পার্থসারথি ঘোষের নেতৃত্বে অভিযান চালায় ক্যানিং থানার পুলিশ বাহিনী। অভিযানে ধৃতদের কাছ থেকে ১নাইনএমএস রিভলভার, ৫ রাউন্ড কার্তুজ, ৫টি তাজা বোমা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পূর্ব) কঙ্কর প্রসাদ বারুই বলেন, ধৃতদের জেরা করে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করা হচ্ছে। আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে তিন ধৃতকে।

চুক্তির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম/মৌজা/মৌজা সমুহে এক্রিডিটেড সোসাল হেলথ এক্টিভিস্ট (ASHA) শূন্য পদের জন্য নিয়োগ

রাজ্য মিশন অধিকর্তা, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন-এর আদেশনামা অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকের (শূন্য পদের সংখ্যা ১১৯৪টি) আশাকর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে ওই এলাকার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। শূন্যপদের বিস্তারিত তথ্য বি.ডি.ও., বি.এম.ও.এইচ. ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে জানতে পারা যাবে। দরখাস্তের বয়ান বি.ডি.ও. অফিসে দেখতে পাওয়া যাবে।

১। কেবলমাত্র বিবাহিতা/বিধবা/আইনগতভাবে বিবাহ বিচ্ছিন্না প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।

২। প্রার্থীকে অবশ্যই যে গ্রাম/মৌজার জন্য বিবেচিত হতে চান সেই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

৩। সাধারণ প্রার্থীর বয়স ০১.০১.২০১৩ তারিখে ৩০-৪০ এর মধ্যে হতে হবে। তপশীলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়স ২২-৪০ বছর হলেও চলবে।

৪। প্রার্থীদের মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অবতীর্ণ হতে হবে।

৫। শুধুমাত্র মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বিবেচিত হবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

৬। গ্রেড-১ এং গ্রেড-২ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাই এবং লিঙ্ক ওয়ার্কারগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সংশাপত্র দাখিল করলে অগ্রাধিকার পাবেন।

৭। আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রমাণপত্রের প্রত্যেকটির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।

ক) জন্ম তারিখের শংসাপত্র বা মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড৺সার্টিফিকেট, খ) মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অবতীর্ণ হওয়ার মার্কশিট, গ) এলাকার বাসিন্দা হিসেবে ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড/রেশন কার্ড, ঘ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া জাতিগত প্রমাণপত্র (কেবলমাত্র তপশীলি জাতি৺উপজাতি শ্রেণীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), ঙ) প্রার্থীর স্বাক্ষরসহ ১ কপি সাম্প্রতিক পাশপোর্ট সাইজ ফটো।

৮। নির্দিষ্ট বয়ানে পূরণ করা আবেদনপত্র ০৩/০১/২০১৪ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের দপ্তরে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে।

স্বাঃ

জেলা শাসক, দক্ষিণ ২৪-পরগনা

১৩১১(২)/জে.ত.স.দ/২৪ পরগনা(দঃ)/২৬-১২-২০১৩

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা,২৮ ডিসেম্বর -৩ জানুয়ারি, ২০১৩

মানুষের খোঁজে

রাজ্যে এখন মমতা ব্যানার্জীর মা-মাটি-মানুষের সরকার। মাতৃভূমি বাংলা এবং দেশের মাটি ইতিমধ্যেই পাশে দাঁড়িয়েছে মমতার। এবার মানুষের পালা। আগে যত মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিলেন লড়াকু নেত্রীর ছাতার তলায় তার চেয়ে এখন আরও অনেক বেশি প্রায় স্রোতের মতো মানুষ এসে জড়ো হচ্ছেন প্রতিদিন। এই স্রোতের মুখে তৃণমূল দল কোনও ছাঁকনি ব্যবহার করছেন কিনা তা আপামর সাধারণ মানুষের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। তাই প্রশ্ন জাগে এরা আদৌ মমতার উন্নয়নের পথে সামিল হলেন নাকি জড়ো হলেন নিজেদের আখের গোছাতে? পুরনো আর নবাগতদের দ্বৈরথে এলাকা উত্তাল হয়ে উঠবে না তো?

এত আশঙ্কা কেন? কারণ, বাংলার মানুষ ঘর পোড়া গরু। এলাকায় এলাকায় লাল পতাকার আড়ালে দীর্ঘদিনের তোলাবাজি, প্রোমোটারি, দাদাগিরি আদৌ বন্ধ হল নাকি সবটাই থেকে গেল অন্য রঙের আড়ালে। মানুষের অভিজ্ঞতা কিন্তু মোটেই খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তাই তৃণমূল নেতৃত্বের উচিত প্রতিনিয়ত এলাকার নেতাদের খোঁজখবর রাখা। কারা তাঁর সঙ্গী, কোন ধরনের ব্যক্তিরা প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাঁর সম্পর্কে এলাকার মানুষের কি ধারণা তৈরি হল পরিবর্তনের আড়াই বছরে, গোপনে এসব খবর না নিলে দলে আসল মানুষের খোঁজ পাওয়া খুবই দুষ্কর।

অনেকে হয়ত বলবেন, এ আবার কেমন কথা। এলাকার নেতারাই তো এলাকার খোঁজ দেন। এবার একটু বদলান না! এলাকার মানুষের থেকে খোঁজ নিন না এলাকার নেতাদের! ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে মমতা ব্যানার্জীর পরিকল্পনা ছিল দলমত নির্বিশেষে বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে এলাকায় এলাকায় কমিটি গড়বেন যাঁরা নজর রাখবেন জনপ্রতিনিধিদের কাজ-কর্ম, চালচলনের ওপর। সে প্রতিশ্রুতি কিন্তু আজও পূরণ হয়নি। তাই মাঝে মধ্যেই চলছে এলাকা দখলের লড়াই, দাদাগিরির অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন তৃণমূলের নেতারা। এলাকাগুলিকে নজরদারির বাইরে ভাঙা কাঁঠালের মতো ফেলে রাখলে তাতে মাছি ভন ভন করবেই। যে যেমন পারবে লুঠ করবে। বলার কেউ থাকবে না। এলাকায় এলাকায় এখনই প্রকৃত মানুষের খোঁজ করা একটা জরুরী কাজ। শত কাজের মাঝে এটা এড়িয়ে গেলে চলবে না।

অমৃতকথা

১৫১। আত্মসমর্পণ চেয়ে সহজ সাধনা আর নেই। আত্মসমর্পণ অর্থ আমার বলে কোনও অহঙ্কার মনে না থাকা।

১৫২। নির্ভরতা কেমন? অত্যন্ত পরিশ্রমের পর যেমন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক টানা। (অর্থাৎ কোনও ভাবনা চিন্তা নেই, যা করবার তিনিই করবেন)।

১৫৩। এঁটো শালপাতা যেমন ঝড়ে উড়ে বেড়ায়, নিজে কোনও চেষ্টা করে না, সেই রকম যে তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকে, তাকে ঈশ্বর যেমন চালান সেই মতো চলে, তার নিজের কোনও চেষ্টা থাকে না।

১৫৪। পাকা আম ঠাকুরের সেবায় ও সকল কাজে লাগতে পারে, কিন্তু একবার কাকে ঠোকরালে আর কোনও কাজে লাগে না। দেব সেবায় আর সে আম দেওয়া যায় না। ব্রাহ্মণকেও দান করা যেতে পারে না, আপনি খাওয়াও উচিত নয়। পবিত্র হৃদয় বালক ও যুবকদের ধর্ম্মপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত, কেননা তাদের ভেতরে বিষয় বুদ্ধি প্রবেশ করেনি। একবার বিষয় বুদ্ধি ঢুকলে বা স্ত্রী রাক্ষসী কামড়ালে আর সে পথে নিয়ে যাওয়া ভার।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

লোকপাল বিল এবং দেবযানী প্রসঙ্গ

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

লোকপাল বিল পাশ করার বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ও তাঁর ম্যানেজারেরা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তাতে একটা বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে প্রমানিত হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে বাঁচতে হলে এছাড়া তাদের কাছে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। ঘটনাচক্রে এই বিল পাশ হওয়ার দাবিতে অনশন শুরু করেছিলেন আন্না হাজারে। ২৪ নম্বর আকবর রোডের ম্যানেজাররা বুঝতে পেরেছিলেন অবিলম্বে বিষয়টিকে 'ক্যাশ' করতে পারলে দিল্লির রাজনীতিতে আবার হারিয়ে যাওয়া জমি কিছুটা ফেরত পাওয়া যেতে পারে।

অন্যদিকে আমেরিকায় ভারতীয় ডেপুটি কনশাল জেনারেল দেবযানী খোবরাগাড়েকে যেভাবে মার্কিন প্রশাসন আইনি শিক্ষা দিয়েছে তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হতে দেরি হয়নি। কিন্তু প্রথমে ভারতের বিদেশ দফতর যে সুরে মার্কিন প্রশাসনকে জবাব দিচ্ছিলেন পরবর্তী সময়ে সেই সুর বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি। তা সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই, মোক্ষম চাল চেলেছেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। অতীতে মার্কিন বিমানবন্দরে বার বার হেনস্থা করা হয়েছে ভারতের বিশিষ্ট মানুষজনকে। হেনস্থা করা হয়েছে বলিউডের অভিনেতা শাহরুখ খান এমনকি বাংলার অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা। সঙ্গীতকার ভূপেন হাজারিকা যখন আমেরিকায় পিএইচডি করতে গিয়েছিলেন, তখন বিমানবন্দরে নামার পর প্রায় চোদ্দদিন জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাঁকে সেখানকার কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। অপরাধ হল, তিনি তাঁর যৌবনে 'মুক্তির দেউল' নামে একটি বইয়ে থাকা মুক্তির গান গেয়েছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি গণতন্ত্রের একমাত্র বিচরণভূমি। সেখানে নাকি আইন সবার ক্ষেত্রেই সমান। কিন্তু অকারণে বিদেশিদের 'হ্যারাস' করতে তাদের জুড়ি নেই। অথচ পৃথিবীর নানান প্রান্তে যেভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে তারা তথাকথিত বিরোধীদের ওপরে আঘাত হানে তার নগ্ন রূপ দেখতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। সমস্যা হচ্ছে, টাকার জোরে তারা আজকের বিশ্বকে পদানত করে রাখতে চায়। একথা অনস্বীকার্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে তারা যখন তখন সেই দেশকে নিয়মিতভাবে দেওয়া সাহায্য বন্ধ করে দিতে পারে। তাই তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর সপ্তমে চড়ালেও দশবার আগে-পিছে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু 'ভিয়েনা কন ভেকশন'-এ নির্দেশিত ধারা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের কঠোর মনোভাব কিছুটা হলেও বিস্মিত করেছে আমেরিকাকে। অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় শাসকদলের এই মনোভাবে কিছুটা হলেও চিন্তায় ফেলছে তাদের বিরোধীদের। মনে রাখা প্রয়োজন, কেউ-ই দীর্ঘদিন ধরে দাদাগিরি পছন্দ করে না। তবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, যে কোনও কারণেই হোক মনেমোহন সিং সরকার এতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারেনি। বরং মনে হয়েছে, তারা যে কেউ অপরাধ করুক বা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ুক না কেন, কোনও ক্ষেত্রে কেউ প্রতিবাদ করবে না। জিনিসপত্রের লাগামছাড়া দামবৃদ্ধির ক্ষেত্রেই সেইভাবে তাদের কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। তবে এর মধ্যে সুখের খবর হল, গত সোমবার দেবযানী রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভারতের স্থায়ী সদস্য হিসেবে কাজ করার অনুমতি পেয়েছেন। আশা করা যায় আমেরিকায় তিনি আইনি রক্ষকবচ পাবেন।

এদেশে বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি লোকপালের বিষয়টিকে কিভাবে সমাজের স্বার্থে যথাযথ ভাবে রূপায়ন করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। বলা বাহুল্য, লোকপাল বিলের আওতায় আনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মতো অনেক উচ্চপদাধিকারীকে। কিন্তু যারা এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র বিষয়গুলি বিচার করবেন তাদের বিচার কে বা কারা করবেন তা নিয়েও প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে।

এক্ষেত্রে ভারত সরকারের কঠোর মনোভাব কিছুটা হলেও বিস্মিত করেছে আমেরিকাকে। অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় শাসকদলের এই মনোভাবে কিছুটা হলেও চিন্তায় ফেলছে তাদের বিরোধীদের।

লোকপাল বিল বা দেবযানী খোবরাগাড়ে হল সাম্প্রতিককালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এই দুটি বিষয়ে শাসকদল যে পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। একসময় একই পথে হেঁটেছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার আগে তিনি সরাসরি আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেছিলেন, 'হাজার হাজার মাইল দূর থেকে চোখ রাঙানোর দিন শেষ হয়ে গিয়েছে।'

আজকের ভেঙে যাওয়া পাকিস্তান সেদিন পূর্ণ মদত পেয়েছিল আমেরিকার কাছ থেকে। তবে নোবেল পদক-জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সম্প্রতি সঠিকভাবেই বলেছেন, আগে থেকে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করলে ভাল হত। ঘটনাপ্রবাহ দেখলে বোঝা যায়, রাহুল গান্ধীকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার ব্যাপারে যথেষ্টই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল কংগ্রেস হাইকমান্ড। যেমনভাবে তারা অবশ্যই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল অপরাধী-হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরেও নির্বাচনে কয়েকজন নেতাকে প্রার্থী করার বিষয়ে। বলা বাহুল্য, প্রায় খাদের কিনারায় চলে যাওয়া জাতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অভিমুখ কোন দিকে ধাবিত হবে, সম্পূর্ণভাবে তার ওপরেই নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যত। তবে লোকপাল ও দেবযানী খোবরাগাড়ে ইস্যুগুলির মতো আর কোনও সুযোগ কংগ্রেস পাবে কিনা, সেনিয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

দিল্লিতে আম আদমি পার্টির উত্থান অনেকটাই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো ব্যাপার। এই দল ভবিষ্যতে কি করবে তা নিয়ে 'বিশেষ অজ্ঞ'রা ইতিমধ্যেই নানান মতামত দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু আদৌ কি তাদের সম্পর্কে এখন মতামত পোষণ করা উচিত মানুষ চেয়েছেন বলেছেন তাই তারা আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে।

রাহুল গান্ধী বুঝতে পেরেছেন সুযোগের সদব্যবহার করতে না পারলে পরে পস্তাতে হবে। তথ্য অভিজ্ঞমহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস নাকি ১২০ টার বেশি আসন পাবে না। অন্যদিকে বিজেপিও নাকি লোকসভা নির্বাচনে ১৮০টার বেশি আসন আশা করছে না। এমতাবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রাজনীতি কোনদিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

অন্য খবর

কুপিয়ে খুন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হল এক যুবককে। নিহতের নাম অরিন্দম রায় (২৫)। হরিদেবপুরের ডায়মন্ড পার্কের বাসিন্দা। পেশায় সে ছিল সল্টলেকের এক কল সেন্টারের কর্মী, দক্ষিণ শহরতলির রামনগর থানা এলাকার একটি ইট ভাটার মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় অরন্দিমের দেহ। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শুক মহম্মদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খুনের নেপথ্যে ডায়মন্ড পার্কের একটি-দ্বিতল বাড়ি দখল ও অবৈধ সম্পর্কের জের পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে অরিন্দম এই ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

মন্ত্রিসভা থেকে কেন চাকরি গেল হিতেন বর্মণের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, দার্জিলিং এবং রাজ্যের বিভিন্ন বনাঞ্চলকে সুইজারল্যান্ড বানাবেন। সুইজারল্যান্ড দূরের কথা, বনদফতরের কাজ এখন শিকেয় উঠেছে। শিকেয় ওঠার সূত্রপাত বামফ্রন্ট সরকারের শেষ সময় থেকে। ওই সময় বনাঞ্চলে ছিল অবৈধ কাঠকলের অবাধ ব্যবসা। বেআইনি কাঠ কাটা আর কাঠের চোরাকারবার। একসময় বনদফতরের সিনিয়র অফিসার এমএ সুলতানকে টপকে তাঁর চাইতে জুনিয়র অফিসার এ.কে. রাহাকে প্রিন্সিপ্যাল কনজারভেটর অফ ফরেস্ট করা হয়। বনদফতরের গণ্ডগোলের সূত্রপাত তখন থেকেই। তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ বরাবরই মনে করতেন একে রাহা সিপিআই(এম)-এর ঘনিষ্ঠ। সে কারণেই বাম আমলে তাঁকে সিপিএফ বা চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট করা হয়, তাঁর সিনিয়ারিটি না থাকা সত্ত্বেও। বিষয়টি গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত। হাইকোর্টের রায় এম.এ. সুলতানের পক্ষেই যায়। ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অবসান হয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠিত হয়।

হিতেন বর্মণ

এম এ সুলতান প্রথমে বনাঞ্চলে বেআইনি করাতকল বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি, বনমন্ত্রী বা অ্যাডিশনাল সি.পি.এফ কারও সঙ্গে কোনও পরামর্শ করেননি। এই নির্দেশ জারির পর পঞ্চায়েত সদস্য অনেকেরই টনক নড়ে। বনমন্ত্রী হিতেন বর্মণ বিষয়টি এম.এ. সুলতানের কাছে জানতে চাইলে সি.পি.এফ পরিস্কার জানান, সরকারি আইন অনুযায়ী তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিরোধের সূত্রপাত কিছু অফিসারের বদলি নিয়ে। এম.এ. সুলতান নির্দেশ দেন, যে সমস্ত অফিসার এক জায়গায় চার বছরের বেশি সময় ধরে রয়েছেন, তাঁদের বদলি করা হবে। মন্ত্রী হিতেন বর্মণ এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকারি আইন অনুযায়ী তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন। মন্ত্রী যদি মনে করেন, তাহলে বদলির জন্য অন্য কোনও নীতি থাকলে তাহলে সেই নীতি স্থির করুন। একদিন হিতেন বর্মণের সঙ্গে শ্রী সুলতানের বিতর্কের বিষয়টি ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কথা কাটাকাটিতে পর্যবসিত হয়। জানা যায়, ওই সময় হিতেন বর্মণ নাকি তাঁর ঘনিষ্ঠ একজন অফিসারকে বলেছিলেন, আমি হচ্ছি পাল্টি খাওয়া মন্ত্রী। পাল্টি খেয়ে কাউকে সোজা করতে আমার সময় লাগবে না। অন্যদিকে শ্রী সুলতানও নাকি একসময় মন্ত্রী হিতেন বর্মণকে বলেন, মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার কোনও যোগ্যতা আপনার নেই। সমগ্র বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আসে। তিনি বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলার আগেই শ্রী সুলতান কিছু সংবাদপত্রে মুখ খোলেন। এইভাবেই বনমন্ত্রীর এবং সিপিএফ-এর কাজে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ফলে সরতে হলে রাজ্যের বনমন্ত্রী হিতেন বর্মনকে।

কুণাল ঘোষ কি ছাড়া পাচ্ছেন

তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ড হওয়া সাংসদ কুণাল ঘোষ শীঘ্রই জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন-এধরনের খবর বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া গিয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার পরেই কুণাল ঘোষ আদালতের বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। গ্রেফতার হওয়ার দিন কলকাতার একটি টিভি চ্যানেলে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারমূলক বিস্ফোরক মন্তব্য প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্য আদালতের কাছে নথিবদ্ধ করলে শাসকদলের নানানভাবে ক্ষতি হতে পারে। শোনা যাচ্ছে, এই কথা ভেবে শাসকদলের সঙ্গে কুণাল ঘোষের গোপন আঁতাত হয়েছে এবং সেজন্যই অদূর ভবিষ্যতে কুণাল ঘোষ মুক্তি পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

শান্তনু ও অনুব্রতকে সতর্ক করল তৃণমূল

দমদমের কাউন্সিলর শান্তনু সেন ও বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে সতর্ক করে দিয়েছে দল। সম্প্রতি সিপিআই(এম)-এর একটি মিছিলে হামলায় অভিযুক্ত হন শান্তনু। অন্যদিকে অনুব্রত মণ্ডলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই তিনি যেন বেঁফাস মন্তব্য না করেন। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে এই দু'জন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের আচরণে যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

পুনর্মুষিক ভব বিমল গুরুঙ্গ

বৃহস্পতিবার রাজভবনে আবার জি.টি.এ-র চিফ এক্সিকিউটিভ হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন বিমল গুরুঙ্গ। একটি বিশেষ সূত্রের খবর, গুরুঙ্গ রাজভবনে শপথ নেওয়ায় এই পদের গুরুত্ব বুঝেছিলেন পাহাড় ও সমতলের মানুষ। মঙ্গলবার বিমল গুরুঙ্গ বলেছেন, আমাদের মনে হয়, দার্জিলিং-এর বাসিন্দারা মোর্চারা মূল দাবির থেকেও উন্নয়ন নিয়ে বেশি উৎসাহী। সকলেই চান উন্নয়ন ও কাজ। সেই জন্যই জিটিএ চিফ-এর পদে ফিরেছি। গত ৩০ জুলাই, পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের কথা ঘোষণার পরে গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে জিটিএ-র চিফ-এর পদ থেকে ইস্তফা দেন গুরুঙ্গ। তারপর থেকে চিফের পদটি ফাঁকাই ছিল। এরপর বিনয় তামাঙ্গকে জিটিএ'র চিফ হিসেবে নির্বাচিত করা হলেও তিনি জেলবন্দি থাকায় শপথ নিয়ে পারেননি।

বিমল গুরুঙ্গ সম্প্রতি আরও বলেছেন, এতদিন জিটিও'র স্থায়ী চিফ না থাকায় কাজকর্মে অনেক সমস্যা হয়েছে। গত ৬ মাস ধরে জিটিও খুঁড়িয়ে চলেছে।

বামেদের ওপর আক্রমণে চাপে তৃণমূল

শহর কলকাতার রাস্তায় বিমান বসু'র মিছিলের ওপরে হামলার ঘটনায় পথে নেমে পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইল বামফ্রন্ট। মঙ্গলবার, ১৮ ডিসেম্বর লালবাজার অভিযান করে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে ওই দিনের ঘটনায় জড়িত ১৭ জনের তালিকা তুলে দিয়েছেন বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, ধৃতেরা এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থক হিসেবেই পরিচিত। গত রবিবার২২ ডিসেম্বর চিড়িয়া মোড় থেকে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সহ নেতারা যখন মিছিল করছিলেন, তখন দফায় দফায় হামলা হয়। মিছিলে ইঁটের আঘাতে জখম বামসমর্থক লোপামুদ্রা চট্টোপাধ্যায় সেদিন যিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

একই রূপ ২০১৪-র ক্যালেন্ডারে

প্রথম পাতার পর

এই মিলটা গাণিতিক মিল ছাড়া কিছুই নয়। এ বিষয়ে পজিশনাল অ্যাস্ট্রোমমি সেন্টারের অধিকর্তা সঞ্জীব সেন এক সাক্ষাতে জানালেন, '১৯৪৭-এর সঙ্গে ২০১৪ সালের ক্যালেন্ডারের মিলকে ঘিরে বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটের ওয়ালে যে লেখা দেখা যাচ্ছে তার কোনও ভিত্তি নেই।' এ বিষয়ে বিশিষ্ট জ্যোতিষী প্রলয় শাস্ত্রী মনে করেন, 'নির্দিষ্ট গাণিতিক হিসেবে ভিত্তিতে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ বা বার আগের কোনও বছরের সঙ্গে মিলে যাওয়াটা নতুন কোনও ঘটনা হয়। অনেক বছর দেখা গিয়েছে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বাংলা ক্যালেন্ডারের তারিখ বা বারও মিলে গিয়েছে। কিন্তু তা বলে তিথি নক্ষত্র কখনই মিলে যায় না। তা সম্ভবও নয়। কাজেই এই বিষয়টি নিয়ে হইচই কিছু নেই।'

সঞ্জীববাবুর এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা হল, প্রত্যেক বছরেরই প্রথম ও শেষ দিন একইবারে হয়। যেমন ২০১৩ সাল শুরু হয়েছিল মঙ্গলবারে, শেষও হবে মঙ্গলবারে। ২০১৪ সালের শুরু হবে বুধবারে। এইভাবেই প্রতিটি বছরের ক্ষেত্রে শুরুর দিন বার অনুযায়ী এক দিন করে এগিয়ে যায়। কিন্তু মাঝখানে লিপইয়ার (মানে যে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনে হয়) পড়লে সে বছরের প্রথম দিনটি আগের বছরের প্রথম দিনের তুলনায় বার হিসেবে এক দিনরে বদলে দু'দিন এগিয়ে যায়। সেই হিসেবের ভিত্তিতেই কোনও নন-লিপ ইয়ারের (ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের) ক্যালেন্ডারের ১১ বছর, ১১ বছর ও ৬ বছরের ব্যবধানে হুবহু এক হয়ে যায়। লিপ ইয়ারের ক্ষেত্রে ক্যালেন্ডারের এই মিল খুঁজে পাওয়া যায় ২৮ বছর অন্তর।'

এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ দুয়ারিও জানান, 'লিপ ইয়ারের স্যখ্যার ওপর নির্ভর করেই ঘুরে ফিরে আসে একই ক্যালেন্ডার। আর সেভাবে দেখতে গেলে প্রতিটি বছরের পুনরাবৃত্তি। সেহেতু ১৯৪৭ সালের সঙ্গে ২০১৪ সালের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তাই এত কিছু আলোচনা বা গুজব। এর কোনও ভিত্তি নেই। কালের নিয়মেই ক্যালেন্ডার তৈরি হয়। সেখানে বিশেষ নিয়মেই ক্যালেন্ডার তৈরি হয়। সেখানে বিশেষ একটা বছরের ঘটনা কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।'

সঞ্জীববাবু আরও বিস্তারিতভাবে বলেন, '১৯৪৭ সাল যেহেতু নন-লিপ ইয়ার, তাই এই বছরের ক্যালেন্ডার ১১ বছর পর ১৯৫৮ সালে, তারও ১১ বছর পর ১৯৬৯ সালে এবং আরও ৬ বছর পর ১৯৭৫ সালে হুবহু এক হয়েছিল। একই এর আগের ২০০৩ সালের ক্যালেন্ডার ও ১৯৪৭ সালরে ক্যালেন্ডারের প্রতিরূপ। ২০১৪ সালের ক্যালেন্ডারের পুনরাবৃত্তি ২০২৫ সালেও ঘটবে। ক্যালেন্ডারের এই মিলকে ঘিরে বহু সাধারণ মানুষ খুবই উৎসাহী। কারও মনে ইতিহাসকে ঘিরে পাওয়ার একটা উন্মাদনা রয়েছে। আবার কেউ কেউ এই বিষয়টিকে নিছক পাগলামীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালরে স্বাধীনতা দিবসের সাক্ষী এক ৮৫ উর্ধ্ব বৃদ্ধের কাছে এই বিষয়টি নসটালজিক ছাড়া আর কিছুই নয়। ফেসবুকের ওয়ালে হয়ত আরও অনেক কিছুই লেখা হবে। অনেকে এই বিষয়টিকে মায়া ক্যালেন্ডারের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো গুজব বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। আবার কেউ কেউ ১৯৪৭ সালের অনুভূতি ২০১৫ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে খুঁজতে চাইছেন। এইরকম জল্পনা কল্পনা নিয়েই আসছে ২০১৪।

কোনও নন-লিপ ইয়ারের (ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের) ক্যালেন্ডারের ১১ বছর, ১১ বছর ও ৬ বছরের ব্যবধানে হুবহু এক হয়ে যায়। লিপ ইয়ারের ক্ষেত্রে ক্যালেন্ডারের এই মিল খুঁজে পাওয়া যায় ২৮ বছর অন্তর।

রদবদলে অনেক চমক

প্রথম পাতার পর

পরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বৃহত্তর স্বার্থে মন্ত্রিসভায় দফতরগুলির ক্ষেত্রে কিছু রদবদল করা হয়েছে। এখন থেকে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে শিল্প দফতরের কাজকর্মও দেখাশোনা করবেন। শুধু তথ্যপ্রযুক্তি ইলেকট্রনিক ও পরিষদীয় দফতরের দায়িত্ব পালন করবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ডাঃ শশী পাঁজাকে দেওয়া হয়েছে নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের দায়িত্বে। এই দফতর থেকে অব্যাহতি দিয়ে মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্রকে শুধুমাত্র সমাজকল্যাণ দফতরের দায়িত্বে রাখা হয়েছে। 'টেক্সটাইল' নামে একটা নতুন দফতর সৃষ্টি করে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়কে। নুরে আলম চৌধুরী ও রচপাল সিংকে দু'ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যথাক্রমে পরিচালনা ও 'কো অপরেশন' দফতরের। স্বপন দেবনাথ তাঁর বর্তমান দফতরগুলির সঙ্গে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব নেবেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের। সুদশন ঘোষ দস্তিদারের ডানা ছেঁটে রাখা হয়েছে, শুধুমাত্র রাখা হয়েছে পরিবেশ দফতরের দায়িত্বে।

তিনি অসুস্থ থাকায় আগামী মাসতিনেক এই দফতরের কাজ দেখাশোনা করবেন অন্যতম মন্ত্রী ডঃ উপেন বিশ্বাস। পূর্ত দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন শঙ্কর চক্রবর্তী। বেচারাম মান্না বর্তমানে রয়েছেন কৃষি দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে। তার সঙ্গে বাড়তি হিসেবে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ভূমি দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব।

পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে বন দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন মাথাভাঙার বিধায়ক বিনয় কৃষ্ণ বর্মণ।

সাগরমেলায় নিরাপত্তা বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই ২০১৩ সালেও গঙ্গাসাগর যাত্রীদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তীর্থযাত্রীদের প্রাণরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ বাড়াতে সম্প্রতি কলকাতার উৎসব সমন্নয় কমিটির তরফ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও মুখ্য সচিবের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এই কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী জানালেন, মেলার পর ফেরার সময় যানবাহন কমে যায়। এই সমস্যার সমাধানে দীর্ঘ পদক্ষেপ হতে হবে। ফেরি চলাচলের সময় জানিয়ে বাংলা, হিন্দি, তেলেগু ও ইংরেজিতে বড় বড় ব্যানার ও হোর্ডিং দিতে হবে তাতে যাতায়াতের ভাড়াও পরিষ্কারভাবে লিখে দিতে হবে। একটি ভেসেলে যতজন যাত্রী যেতে পারবে ফেরিঘাটের ১৬ ফুট দূরে শুধুমাত্র ততজন যাত্রীকে দাঁড় করাতে হবে। ওয়াচ টাওয়ারে ঘোষণার ব্যবস্থা সহ জলের সর্বক্ষণ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পোশাক পড়া উদ্ধার কর্মী রাখতে হবে। তীর্থযাত্রীদের থাকার হোগলার ঘরগুলির মাঝে উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে। এইসব ফাঁকা জায়গায় বেশকিছু লোক ত্রিপল দিয়ে ঢেকে তীর্থযাত্রীদের ভাড়া দেয়। এছাড়া রান্না যাগযজ্ঞে জায়গাকে নজরে রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে কোনওরকম আপোস না করা হয়।

বিভূতিভূষণের ঘাটশিলা

লবটুলিয়া বৈহারের আরণ্যক ভূমি থেকে বুনিপের পদচারণায় ত্রস্ত চাঁদের পাহাড়ের অভিযান কথা সবই বিভূতিভূষণের কলমে রূপায়িত হয়েছিল সাঁওতাল পরগণার এই গৌরীকুঞ্জে বসেই। সেই মহানস্রষ্টার পদচারণায় ধন্য এই ছোট্ট শহরটি শীতের কনকনে হাওয়ায় হয়ে ওঠে পর্যটকদের স্বর্গ। সেই পরিক্রমার কথা স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্যের কলমে ও সঞ্জীব মুখার্জির ক্যামেরায়।

উপলখণ্ডে ভরা সুবর্ণরেখার দৃশ্যপট অবর্ণনীয়। জলের স্রোত থাকে থাকে ভরা পাথরের পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে।

কলকাতা থেকে ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ঝাড়খণ্ড প্রদেশের এক ছোট্ট শহর। প্রায় ১৬ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডের ওপর কুড়ি হাজার মানুষের বসতি নিয়ে এই শহর। ৫০ কিলোমিটার মত পশ্চিমে গেলে পড়বে বিখ্যাত ইস্পাত নগরী জামশেদপুর। যদিও ভারতের বেশির ভাগ লোক ঘাটশিলাকে হিন্দুস্থান কপারের তামার কারখানার জন্য চেনে, অনেকেই, বিশেষ করে পূর্ব ভারতের বাসিন্দারা এই শহরটিকে একটি মনোরম স্বাস্থ্য নিবাস এবং পর্যটন স্থান বলেই মনে করে। প্রতি বছরই কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক এই ছোট্ট শহরটিতে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার নয়ন মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি উপভোগ করতে চলে আসে।

কলকাতা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে স্টিল এক্সপ্রেস কিংবা ইস্পাত এক্সপ্রেস এই দুটি ট্রেনই ঘাটশিলা যাওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত। সাড়ে তিন ঘণ্টার মত লাগে পৌঁছতে। এছাড়াও হাওড়া-মুম্বই এক্সপ্রেস এবং আরও কিছু প্যাসেঞ্জার ট্রেনও ঘাটশিলায় দাঁড়ায়। আর রাস্তা ধরে আসতে গেলে, ৬ নম্বর রাষ্ট্রীয় সড়ক ধরে খড়গপুর পেরিয়ে বহড়াগড়া অবধি এসে ডান দিকে ৩৩ নম্বর রাষ্ট্রীয় সড়ক ধরতে হবে। কিছু দূর গেলেই সে ঘাটশিলা পৌঁছে যাবে। থাকার মত কিছু সাধারণ মানের হোটেল এবং গেস্ট হাউস আছে। আবার টানা থাকার জন্য বাড়ি ভাড়াও পাওয়া যায়।

সপ্তমীর দিন সকাল ৭টায় হাওড়া স্টেশন থেকে ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরে আমি আর নগেন ঘাটশিলা রওনা দিলাম। বেলা ১০টা নাগাদ ঘাটশিলা পৌঁছে একটা অটো ধরে সাড়ে ১০টার মধ্যেই স্টেশন থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার দূরে বিভূতি ভবনে এসে পড়লাম। আমার এক স্কুলের বন্ধু, সুজন দত্ত, ঘাটশিলায় হিন্দুস্তান কপারে মেটালারজিস্টের পদে কাজ করে। আমাদের ঘাটশিলায় আসার কথা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম।

কথায় কথায় সুজন আমাদের একটা চমকপ্রদ স্থানীয় প্রবাদ শোনাল যা ঘাটশিলার ইতিহাস এবং সত্যিকারের ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।

ঘাটশিলা এককালে ধলভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রায় ৩১০০ বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড জুড়ে ছিল এই ধলভূম রাজ্য, যার মধ্যে ঘাটশিলা ছাড়াও চাকুলিয়া, বহড়াগড়া, ধলভূমগড়, জাদুগড়া, রাখামাইনস, গালুডি, ইত্যাদি জনবসতি গুলি পড়ে। লোকে বলে যে এখানকার এক পাহাড়ের ওপর নাকি রঙ্কিণী দেবীর বাসস্থান ছিল। রঙ্কিণী দেবী মহামায়া কালীর এক অন্য রূপ। একবার এক অসুর রাজা রঙ্কিণী দেবীকে হরণ করার উদ্দেশ্যে তাড়া করে। অসুরের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রঙ্কিণী দেবী পালাতে থাকেন আর সুবর্ণরেখা নদীর পাড় ধরে ছুটতে থাকেন। অসুররাজও দেবীর পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। এমন সময় রঙ্কিণী দেবী নদীর পাড়ে কয়েকজন ধোপাকে কাপড় কাচতে কাচতে দেখতে পায় আর তাদের অনুরোধ করে তাকে অসুরের হাত থেকে বাঁচাতে। ধোপারা তখন রঙ্কিণী দেবীকে কাচা কাপড়ের থাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। অসুররাজ রঙ্কিণী দেবীকে খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে যায়। রঙ্কিণী দেবী তখন কাপড়ের থাক থেকে বেরিয়ে এসে ধোপাদের তাকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ জানায় আর বর দেয় যে তাদেরই বংশের কেউ ওই অঞ্চলের রাজা হবে আর এই নদীতে সোনা বাইবে। দেবী আরও বর দেয় যে ওই অঞ্চলের মাটির নীচে সোনা, রূপো থেকে শুরু করে আরও বহু মূল্যবান ধাতু পাওয়া যাবে। শোনা যায় ধলভূম রাজ্যের প্রথম রাজার নাম ছিল চিন্তামনি ধোপা, পরে এরা এদের ধোপা পদবি বদলে 'ধবলদেব' করে নেয়। আবার শুধু যে সুবর্ণরেখা নদীর বালিতে সোনা পাওয়া যায় তাই নয়, ওই অঞ্চলের ভূগর্ভে যে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তার মধ্যে তামার সঙ্গে সঙ্গে সোনা, রূপো, নিকেল, সিলেনিয়াম, কোবাল্ট, বিসমাথ ইত্যাদি নানা রকম ধাতুর উপস্থিতি পাওয়া যায়। এই ধরনের খনিজ পদার্থের আবিষ্কারের ফলেই পরবর্তী কালে এখানে তামার কারখানা স্থাপিত হয়।

যদিও বেরোনের আগেই আমি একটা ভ্রমণ সূচী তৈরি করে নিয়েছিলাম, স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে সেটা একটু অদল বদল করে নিলাম। আমাদের ছিল ৫দিনের প্রোগ্রাম, সপ্তমী থেকে একাদশী পর্যন্ত। ঠিক করলাম প্রথম দিনটা বিশ্রাম করব, দূরে কোথাও না গিয়ে জায়গাটা একটু ঘুরে ফিরে দেখব। শুনলাম এখানেও দুর্গা পুজো বেশ ধুমধাম করে হয়, বিকেলের দিকে তাই দেখব। তারপর তিনদিনে ঘাটশিলা আর তার আশে পাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে পঞ্চম দিনে সকাল বেলাটায় হিন্দুস্থান কপারের কারখানাটা দেখে বিকেল তিনটের সময় ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরে কলকাতায় ফিরব। ঘাটশিলায় গোটা দশেক দুর্গাপুজো হয়। আমরা সন্ধে নাগাদ একটা অটো রিক্সা ধরে বেরিয়ে পড়লাম শহরটা ঘুরে ফিরে দেখতে আর তার সঙ্গে পুজো মণ্ডপ গুলিও দেখে নিতে। অটোর চালক ছেলেটি স্থানীয় আদিবাসী, নাম গণেশ মুর্মু, বছর কুড়ি বয়স। চার পাঁচটা পুজো দেখলাম, তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগল রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো। মহারাজের সঙ্গে আলাপ হল। রাত ১০টা নাগাদ ফিরে এলাম আর পরের দিনের জন্য অটোটাকে বুক করে নিলাম। জানিনা, আবহাওয়ার দৌলতেই কিনা, ওইটুকুই ঘোরাতেই খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। যুগলের মাংস রান্নার গন্ধ সেটা আরও বাড়িয়ে দিল। সুতরাং আর বেশি কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘাটশিলার আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে ফুলডুংরী পাহাড়, বুরুডি লেক, ধারাগিরি জলপ্রপাত গালুডি ব্যরাজ, আদি রঙ্কিনী মাতার মন্দির, পঞ্চ পাণ্ডব এবং রাতমোহনী পাহাড় উল্লেখযোগ্য। আর শহরের পরিধির মধ্যে হিন্দুস্থান কপারের কারখানা বাদে, রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রঙ্কিনী কালি মন্দির, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাসস্থল আর সুবর্ণরেখা নদী।

পরদিন সকাল ন'টায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম গালুডিতে অবস্থিত রঙ্কিনী মাতার মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল অষ্টমী, এই দিন মায়ের মন্দিরে নাকি খুব ঘটা করে পুজো হয়। বহুদিন আগে নাকি এখানে নরবলি হত, এখন পাঁঠা বলি হয়।

মহারাজের কাছে আশ্রম সম্বন্ধে অনেক তথ্য দেখলাম। ১৯৩৫ সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম নামে।

এরপর নয়ের পাতায়

যাওয়া আসার পথে পথে

একটা লম্বা রাস্তা চলছি। অনেক দেখছি, আর শিখছিও। সেই দেখা-শেখার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এই বিভাগে। যেখানে পথ চলতি ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের জীবনের বৃহৎ কোন অনুষঙ্গ।

দীপক বড়পণ্ডা

সেদিন রাস পূর্ণিমা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর-২ ব্লকের মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তমালতরু দাস মহাপাত্র বললেন, মাজনায় একটা সালিসি (বিচারসভা) আছে। আমি যেতে চাইলে যেতে পারি। রাজি হয়ে গেলাম। মৈতনা থেকে চার কিমি খানিক গেলে মাজনা। ওখানেই সালিসি বসবে। মজনায় দুলালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে ঢুকলাম। ঘর ভর্তি লোক। বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ টান টান উত্তেজনা নিয়ে বসে। ওখানকার উপপ্রধান কমলকুমার পণ্ডা একটি চিঠি পড়লেন। চিঠির মূল বিষয়বস্তু হল, এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী অত্যাচার করেন, তাই তিনি যাতে 'শান্তিতে সংসারে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করার আবেদন' জানানো হয়েছে।

বিচারকরা অভিযোগকারিণীকে তাঁর অভিযোগ জানাতে বললেন। অভিযোগকারিণী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার স্বামী মদ খায়, আর আমাকে মিছিমিছি সন্দেহ করে যে আমি অন্য ছেলের সঙ্গে ভালবাসা করি, দিয়ে বেদম মারে। মারের চোটে আমি একহবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে মেরেছিল, আমার পেচ্ছাব দ্বার দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।' ২২ বছরের যুবতী ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মুখটা চাদরে জড়ালেন।

এবার মহিলার স্বামীর বলার পালা এল। স্বামী দাঁড়িয়ে বললেন, 'ও কেন বাবলা শাসমল-এর বাড়িতে টিভি দেখতে যায়? আমি তো ওকে বারে বারে ওদের ঘরে যেতে না বলেছি। টিভি দেখতে তো অন্য ঘরে যেতে বলেছি, তাও ওই বাবলার ঘরেই যাবে।'

মহিলা বললেন, 'একবার আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মদ খেতে বসল। আর আমাকে পাশের ঘরে টিভি দেখতে যেতে বলল। আমি টিভি দেখে বাড়ি ফিরছি, ওর বন্ধুরা আমার হাত ধরে ফেলল। আর ও ছুটে গিয়ে আমাকে বেদম পেটাল। আমি জ্ঞান হারালাম।'

স্বামী: আর আমার বউকে বাড়িতে কাঁধে করে ছেড়ে দিয়ে গেল সেই অপু। রাত্রে ওর বাবাকে ফোন করল, ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার শ্বশুর এসে ওর মেয়েকে নিয়ে চলে গেল। একজন বললেন, ওই মোবাইল থাকার জন্যই এতো গোলমাল। যা হচ্ছে সব বাপের বাড়িতে জানিয়ে দিচ্ছে। ভাবলাম, কি ঝামেলা! অত্যাচারিত হলেও জানানো যাবে না। মোবাইলের পক্ষে অবশ্য অনেকে কথা বললেন।

বিচারকরা প্রস্তাব দিলেন, স্বামী-স্ত্রী ৬ মাস আলাদা থাকুক। কিন্তু ছেলেটি চায়, যা হয়েছে সব ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে সংসার বাঁধতে। মেয়েটি চায়, বাপের বাড়িতে থাকতে, এই স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই সংসার করতে চায় না। বিচারকরা স্বামী-স্ত্রীকে বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ আলাদা কথা বলতে বললেন। কথা বলতে গিয়ে মেয়েটি তার স্বামীকে বলল, 'যদি একসঙ্গে থাকতে হয় তবে আমার বাপের বাড়ির কাছে চল। আমার মুখ পুড়ে গিয়েছে।' ছেলেটি বলল, 'এখানে যে নতুন বাড়ি তৈরি করেছি সেটার কি হবে? আর ছেলেকেতো এখানে স্কুলে ভর্তি করেছি, তার কী হবে?' দু'জন আরও কথা বলতে লাগলেন।

বিভূতিভূষণের ঘাটশিলা

আটের পাতার পর

২০০৪ সালে এই আশ্রম বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের মান্যতা পায় এবং রামকৃষ্ণ মঠের শাখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের বিভিন্ন সেবা কাজের মধ্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। আশ্রমের মূল মন্দিরে রয়েছে ভগবান রামকৃষ্ণের প্রস্তর মূর্তি এবং তার একপাশে মা সারদা আর একপাশে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি সভাঘর, যেখানে প্রায়ই নানা রকম আধ্যাত্মিক আলোচনার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পূজা মণ্ডপে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে আমরা মহারাজের কাছে বিদায় নিয়ে গালুডির পথে রওনা দিলাম। আশ্রমটি, বিশেষ করে মহারাজ কে নগেনের এতই ভাল লেগে গিয়েছিল যে সে ওদের তহবিলে ১০১ টাকা দান করে ফেলল।

কিছুটা যেতেই পড়ল সুবর্ণরেখা নদী। এই নদীর উৎপত্তি ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি থেকে আনুমানিক ১৫ কিলোমিটার দূরে। সুর্বণরেখা ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবাংলা এবং ওড়িশার ভিতর দিয়ে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এক কালে নদীর শুরুতেই হুড্রু গ্রামের কাছে ছিল একটা জলপ্রপাত, এখন আর নেই পুরো শুকিয়ে গিয়েছে। নদীতে সোনা বইত বলে এই নদীর নাম সুবর্ণরেখা। মনে পড়ল, সুজন বলেছিল, এখানকার ভূগর্ভে যে খনিজ পদার্থ রয়েছে তাতে তামার সঙ্গে সোনাও মিশে আছে। আর সোনা অনেক সময় খনিজ পদার্থের মধ্যে মৌলিক অবস্থাতেও পাওয়া যায়। হয়ত একসময় সুবর্ণরেখা এরকম কোন মৌলিক অবস্থায় থাকা সোনার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হত, যার ফলে সেই সোনা জলের স্রোতের সঙ্গে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নদীর বালিতে মিশে যেত। গণেশের কাছে জানতে পারলাম যে, নদীর বালি

মহাতীর্থ রঙ্কিণীদেবীর মন্দির

সেঁচে সোনা সংগ্রহ করা নাকি এক সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের একটি লাভজনক জীবিকা ছিল। এমনকি ১৯৮০ সালেও কিছু সংখ্যক লোককে ব্যবসায়িদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জীবিকা ছিল। এমনকি ১৯৮০ সালেও কিছু সংখ্যক লোককে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নদীতে বালি ছাঁচতে দেখা গেছে। কোন প্রাকৃতিক কারণেই হয়ত সংগ্রহের মাত্রা কমে যায়, যার ফলে এই জীবিকা বন্ধ হয়ে যায়।

উপলখণ্ডে ভরা সুবর্ণরেখার দৃশ্যপট অবর্ণনীয়। জলের স্রোত থাকে থাকে ভরা পাথরের পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। দুপাড়েই বালি জমে আছে। পাড়ে কিংবা পাথরের ঢিপির ওপর বসে কিছু স্থানীয় লোকেরা বঁড়সি ফেলে মাছ ধরছে। সব মিলিয়ে একটা মনোরম পরিবেশ। নদী খুব একটা গভীর নয়। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় পায়ে হেঁটে পার হয়ে যাওয়া যায়। আমরা অটোটাকে দাঁড় করিয়ে নদীর পাড়ে চলে এলাম। নগেন পটাপট কতগুলো ছবি তুলে নিল। খানিকটা দূরে একটা পাথরের ঢিপির ওপর ফিল্মের শুটিং চলছিল। নায়ক নায়িকা পাথরের ওপর হাত ধরাধরি করে গানের তালে তালে নাচছিল। কিছুক্ষণ শুটিং দেখব ভেবেছিলাম কিন্তু মন্দিরে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে বলে তাড়াতাড়ি রওনা দিলাম। নদী পারাপারের জন্য আগে একটা বাঁধ ব্যবহার হত, পরে কংক্রীটের ব্রিজ তৈরি হয়। আমরা সেই ব্রিজের ওপর দিয়েই নদী পার হয়ে গালুডির পথে রওনা দিলাম।

প্রায় ১ ঘণ্টা পর আমাদের অটো গালুডি পাহাড়ের কোলে রঙ্কিনী মাতার মন্দিরে গিয়ে পৌঁছল। খুব পুরনো মন্দির। ঠিক করে এই মন্দিরটির স্থাপনা হয়েছিল তার কোন হদিশ নেই, তবে শোনা টায় ধলভূমের রাজা জগন্নাথ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অনেক দূরে এবং যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ার জন্য পরে তার এক বংশধর মাতার বিগ্রহ ঘাটশিলায় নিয়ে এসে এক নতুন মন্দিরে স্থাপনা করেন। এই পুরনো মন্দিরটি এখনও তার ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রেখেছে। মন্দিরের সামনে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাওয়ার ফলে এখন এখানে প্রচুর যাত্রী সমাগম হয় আর নিয়মিত ভাবে ধুমধামের সঙ্গে পুজো আর্চা হয়ে থাকে। আমরা যখন পৌঁছালাম তখন পুরোদমে সন্ধি পুজো চলছে। প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছে আর ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টার আওয়াজ চতুর্দিক মাতিয়ে তুলেছে। শুনলাম একটু পরেই নাকি পাঁঠাবলি হবে। গভীর জঙ্গলের মাঝে এই মন্দির গল্পে পড়া ডাকাতে কালীবাড়ীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ বসে থেকে আমরা রওনা দিলাম গালুডি ব্যারাজের দিকে।

আরও এক ঘণ্টার মত লাগল গালুডি ব্যারাজে পৌঁছতে। বহুমুখী যোজনার অন্তর্গত গালুডিতে নির্মিত এই ব্যারেজ। ব্যারেজের ডান পাড় ধরে খাড় কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় সেচের জন্য। রেলপথে জামশেদপুরের দিকে যেতে ঘাটশিলার পরেই পড়ে গালুডি স্টেশন। গালুডিকে শহর না বলে একটি ছোট জনপদ বললেই ভাল হয়। ব্যারেজের প্রায় শ খানেক কর্মচারীর সংখ্যা বাদ দিয়ে, প্রায় এক হাজার লোকের বাস। স্টেশনের কাছেই একটা ভাল হোটেল আছে। আমরা দুপুরের ভোজনটা ওখানেই সারলাম। ফেরার পথে, পড়ন্ত বিকেলে আবার যখন সুবর্ণরেখা নদী পেরোচ্ছি, আমাদের অটো চালক গণেশ রাতমোহনা পাহাড় থেকে একবার সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে নেওয়ার প্রস্তব দিল। ওর কথামত নদীর পাড় ধরে কিছুটা গিয়ে শাল গাছে বনানীর মধ্যে দিয়ে উঠলাম পাহাড়ের ওপর। সূর্য তখন প্রায় অস্ত যাচ্ছে। সত্যি কি অপূর্ব দৃশ্য, বর্ণনা করা মুস্কিল। কিছুক্ষণ আরও থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেলে নামচে পারবনা বলে ফিরে যেতে হল।নবমীর দিন সকাল বেলাতেই চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ফুলডুংরি।

এরপর আগামী সংখ্যায়

একদিন দল বেঁধে ক'জনে মিলে

ফলতা

জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি

হুগলি নদীর পূর্ব পাড়ে ফলতা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি দুর্গ, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর মায়াপুরী কানন দেখার মতো। বড় মাঠে খেলার বন্দোবস্ত, দত্তদের বাগান বাড়ি, জেলা পরিষদের বাংলো, নৌকাবিহার সবকিছুর সুবন্দোবস্ত এখানে রয়েছে।

রায়চক

গঙ্গার ধারে রায়চক পিকনিকের আদর্শ জায়গা। 'ফোর্ট রায়চক' এখানে দেখার মতো। গোধূলি লগ্নে সূর্য ডোবার পালা এখানে দেখা যায়। আর পূর্ণিমার দিন পিকনিক করতে গেলে তো উপরি পাওনা।

কীভাবে যাবেন : ধর্মতলা থেকে সিটিসি বাস, শহীদ মিনার থেকে ২১০ রুটের বাস এবং কিছু প্রাইভেট বাস রায়চক যায়।

থাকার ব্যবস্থা: রায়চকের জেটিঘাটে থাকার জন্য কিছু হোটেল আছে। তারকা খচিতও পাবেন।

পিয়ালি দ্বীপ

পিয়ালি নদী যেখানে মাতলার সঙ্গে মিশেছে সেখানেই গাছের ছায়ায় সুন্দর কটেজে পিকনিক করা যায়।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদহ থেকে ডায়মন্ড হারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে দক্ষিণ বারাসত নেমে ট্রেকারে বা গাড়িতে পিয়ালি যাওয়া যায়।

থাকার ব্যবস্থা : থাকার জন্য পিয়ালি আইল্যান্ড ট্যুরিস্ট লজ।

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা

কথিত আছে, দেবী যোগাদ্যা আদতে থাকতেন পাতালে। তাঁকে পুজো করতেন মহীরাবণ। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন পবনপুত্র হনুমান। বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যার অধিষ্ঠান বলে জানা গিয়েছে। এখানে মন্দিরে একটি গর্তের মধ্যে একদিঘী জল ঢালার পরে তা কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না। অন্যদিকে এখানে খাদ্য খাদক সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে খেলা করে সাপ এবং ব্যাঙ। বর্ধমানে এই একমাত্র সতীপীঠে সারা বৈশাখ মাস ধরে চলে নানান উৎসব। পালন করা হয় বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সতীপীঠ যোগাদ্যার কথা। লিখেছেন *হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়।*

যোগাদ্যা মন্দিরের পুরোহিত বংশের সদস্য সনৎকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বৈশাখ মাসে ক্ষীরগ্রামের কোন মানুষ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জমিতে হাল-লাঙ্গল দেন না। বৈশাখ মাস যদি তিরিশ তারিখে শেষ হয় তাহলে উনত্রিশে আর যদি একত্রিশে শেষ হয় তাহলে তারিখে বিকেলে মামা-ভাগ্নে সম্পর্ক যুক্ত যারা কোনওদিন লাঙ্গল টানেনি, এমন দু'টি ষাঁড় দিয়ে লাঙ্গল বের করা হয়। তার আগে ওই একমাস মা যোগাদ্যার বেদি ক্ষীরকলস নামে একটি কলসীতে জল ভর্তি করে জল রাখা হয়। হাল লাঙ্গল করার আগে যোগাদ্যার মা'র বাড়ি থেকে জল সিঞ্চন করতে করতে বিভিন্ন জমির ওপর দিয়ে যাওয়া হয় তার জন্য একসময় একটা 'ম্যাপ' ছিলেন। রূপরাম চক্রবর্তী রচনা করেছেন ধর্মমঙ্গল। তাঁর এই রচনাকাল ১৫৮৪ শকাব্দ। জাতিতে তিনি কৈবর্ত। বাবার নাম রঘু। বাড়ি হুগলী জেলার আরামবাগের দক্ষিণে হায়াৎপুরে। সনৎবাবু জানিয়েছেন, ক্ষীরগ্রামের দেবীর যোগাদ্যা মূলত উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের দেবতা।

যোগাদ্যা মায়ের মূল বেদি থেকে একটি সুড়ঙ্গ নেমে গিয়েছে। সনৎবাবুর কাছে জানা গিয়েছে, এই সুড়ঙ্গ কত গভীর তা জানা যায়নি। মন্দিরের চারদিকেই ছিল পুকুর। সেই পুকুরের সব জল ওই সুড়ঙ্গে ঢালা হলেও এক মুহূর্তের জন্যও তা উপছে ওঠেনি। এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয় ১৯৬৫-৬৬ সালে। তাই এই সুড়ঙ্গ যে অনেক নীচে নেমে গিয়েছে এ বিষয়ে কোনও

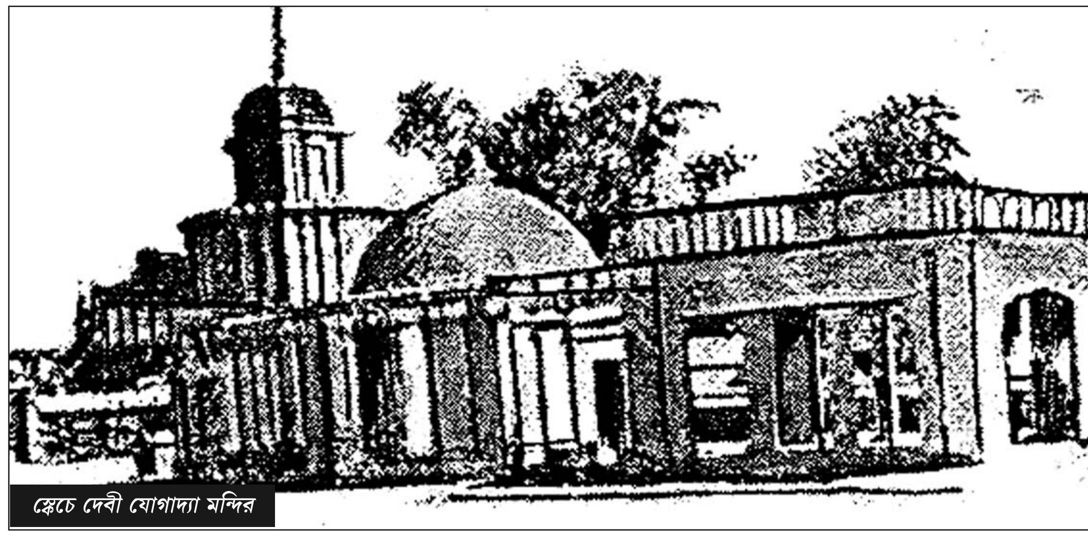

স্কেচে দেবী যোগাদ্যা মন্দির

করা হয়েছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সেই ম্যাপটা এখন আর পাওয়া যায় না।

বলাবাহুল্য, যোগাদ্যা মা'র প্রায় সব অনুষ্ঠানের সঙ্গেও কৃষির সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু ক্ষীরগ্রামের কোনও মানুষ বৈশাখ মাসে লাঙ্গল চালান না, তাই উপরিউক্ত দিনে লাঙ্গল চালিয়ে চাষের সূচনা করা হয়।

শ্রী চক্রবর্তীর অভিমত হল, কৃষির ওপরেই তো মন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর করে থাকে। কুব্জিকা তন্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিতদের ধারণা, এটি লেখা হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। মা যোগাদ্যার নাম একসময় সুদূর অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। তা না হলে কুব্জিকাতন্ত্রে যোগাদ্যামা'র উল্লেখ করা হবে কেন?

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী রচিত কালিকামঙ্গলে মা যোগাদ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্য পাওয়া যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৫৯, ৬২৬৫ নম্বর পুঁথিতে। কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। ওঁর বাবার নাম দেবী দাস আচার্য, মায়ের নাম কাঞ্চনী। কবিশেখর কাশী জোড়ার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের (রাজত্বকাল ১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ সন্দেহ নেই।

কিছুদিন আগে ওই সুড়ঙ্গে একটা সুতো নামিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। সে সময় বোঝা গিয়েছিল, ওই সুড়ঙ্গ সরাসরি নীচে নেমে যায়নি। একটু আঁকাবাঁকা আছে। যার জন্য সুতো সরাসরি নামানো যায়নি। তিনি বলেছেন, আমরা হাত দিয়ে দেখেছি, 'একহাত যাবার পরে তা উত্তরদিকে বেঁকে গিয়েছে। সমস্ত জল সেখান দিয়ে চলে গিয়েছে।

সনৎবাবুর কাছে জানা গিয়েছে আরও একটি বিস্ময়কর তথ্য। তাঁর ভাষায়, ওই সুড়ঙ্গ পথে চিরকাল বাস করে একটি গোখরো সাপ ও একটি ব্যাঙ। অনেকেই তাদের দেখেছে। যেমন আমি ওই ব্যাঙটাকে দেখেছি। আমার বাবা গোখরো সাপটাকে দেখেছিলেন। অনেক পূজারী পুজোর সময় ফুল দিয়ে গিয়েও দেখেছেন ফুলের সাজির মধ্যে সাপটা রয়েছে। একজন পূজারী চোখে কম দেখতেন। দেখতে পাননি যে সেখানে সাপ রয়েছে। তিনি ফলে হাত দিতেই সে ফোঁস করে ওঠে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটা প্রাইমারী স্কুল ছিল। পূজারীর চিৎকার শুনে ছাত্ররা ছুটে এসে দেখে, বেদির ওপর গোখরো সাপ ফণা তুলে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আবার সে আস্তে আস্তে ফিরে গিয়েছে সুড়ঙ্গের ভিতরে। সাপ ও ব্যাঙ দু'জনকেই দেখা গিয়েছে রক্তবর্ণ, সিঁদুর মাখা অবস্থায়।

আর একদিন সন্ধ্যারতি সবেমাত্র শেষ হয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। আমি তখন মন্দিরের মধ্যে ছিলাম। ঝড়বৃষ্টি দাপটে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম মন্দিরের মধ্যে থাকতে। আমাদের মতো অনেকেই তখন আশ্রয় নিয়েছেন মন্দিরের মধ্যে। তখন মন্দিরের মধ্যে কোনও আলো ছিল না। শুধু একটা প্রদীপ জ্বলছিল। হঠাৎ দেখা গেল, একটা বিরাট বড় ব্যাঙ সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এসে বেদির ওপর বসল। বলাবাহুল্য, তাঁর শরীরও সিঁদুরে রক্তবর্ণ হয়ে রয়েছে। তারপর থপথপ করে সে গর্ভ মন্দিরের মধ্যে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরে চন্দনপিঁড়ির ওপর বসে টুকটাক কি সব খেতে শুরু করল। তবে একসঙ্গে দু'জনকে কেউ দেখেনি। আশ্চর্যের বিষয় হল, সাপ এবং ব্যাঙ-দু'জনের তো খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। কিন্তু দু'জন কি করে একজায়গায় থাকে তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

অন্নদামঙ্গলের রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের নাম আজ আর কারও অজানা নয়। ওঁর বাবার নাম নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। তিনি বর্ধমান প্রদেশের অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়া, পোঁড়া, পোঁড়ো বসন্তপুর, পাঁড়ুয়া ওরফে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায়। ওঁর বাবা 'রায়' এবং 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন চতুর্থ তথা সবচেয়ে ছোট ছেলে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে, তাঁর জন্ম ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে। তখন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ। নদীয়ার নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ) কবিকে 'কবিগুণাকর' উপাধি দান করেন। তিনি উক্ত রাজার সভাকবি ছিলেন। রচনাকাল ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে।

২০১৪-তে নতুন ভারত নির্মাণের সম্ভাবনা নিয়ে নানা প্রশ্ন

অনিমেষ সাহা

ডিসেম্বরের শেষের দিকে টেলিভিশনের নিউজ চ্যানেলগুলিতে পুরনো আর নতুন সময়ের বিদায় ও

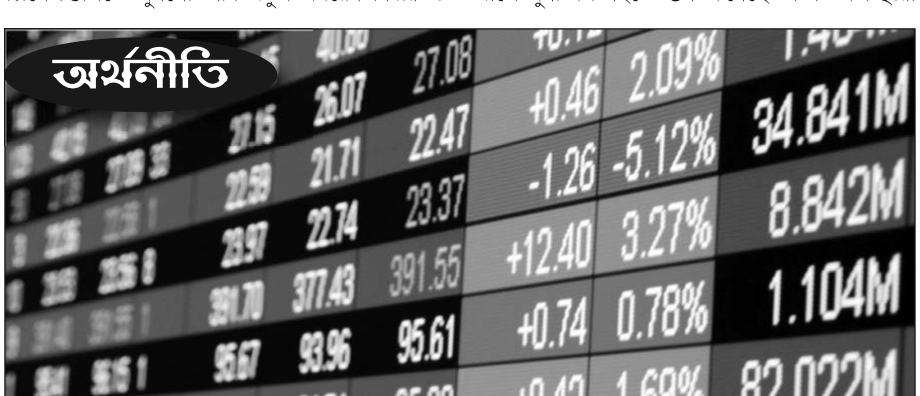

আগমন নিয়ে তর্জা শুরু হয়ে গেছে। তবে এক বেসরকারি নিউজ চ্যানেলে দেশের অর্থমন্ত্রী তার ঘর সাজানোর কাহিনী শোনালেন তাতে ২০১৪-তে লোকসভা নির্বাচনের পর নতুন ভারত নির্মাণের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল।

কিন্তু মনে হতে লাগল এই যে হঠাৎ করে অর্থনীতির পালে সুবাতাস বইতে শুরু করেছে তা কতক্ষণ স্থায়ী হবে। তবে যে তথ্যগুলি পি.চিদম্বরম তুলে ধরলেন তা সাময়িকভাবে স্বস্তি দেবে। সত্তর ছুই ছুই ডলারের দাম ষাটের কাছে নেমে আসা, বিদেশি বিনিয়োগকারিরা তাদের বিনিয়োগ ভারতীয় বাজারে বারিয়ে তোলা, আমদানি-রফতানির ঘাটতির কাটা অর্থাৎ সোনার আগমন ৮০০ টন থেকে ৪০০ টনে নিয়ে আসা সব যেন ভারতের বুড়িয়ে যাওয়া অর্থনীতিতে আবার রক্তের প্রবেশ। কিন্তু যেভাবে বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্র হঠাৎ করে বদলে যায়, টেবিলে পড়ে থাকা ঘূর্ণায়মান গ্লোবের মতো তাতে অস্থির মনা লক্ষ্মীদেবী কোথায় তার পা ফেলবেন তা বলা ভারী শক্ত। তবুও চুপ করে বসে থাকার তো উপায় নেই। অর্থমন্ত্রীকে তাই চিন্তায় থাকতে হয় এই ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ নিয়ে। তিনি বলেই ফেলেন যে, চাল-গম ছাড়া অন্যান্য শাক সবজির উপর নিয়ন্ত্রণ করা তো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যেটুকু মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে তা হল খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি। তাই তিন গুণ হয়ে যাওয়া পেঁয়াজের দাম আর দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া আলুর দর বিপাকে ফেলে দেয় সবাইকে। তাই রাজনীতির পাঠ যারা পড়েন তারা জানেন পেঁয়াজের ঝাঁজ কিন্তু শুধু চোখের জল বের করে আনে না, মনের ভিতরেও রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে। উল্টে যেতে পারে গদিও। কারণ ১০ শতাংশের কাছ থেকে এই খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি নামানো বড় দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া কোনও মতেই তো আর কংগ্রেস সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাতে ভরসা করাও যাচ্ছে না। আর যাচ্ছে না বলেই যত রাজ্যের বিপত্তি। কংগ্রেস ও বিজেপি জোট বাদ দিয়ে বাম সমর্থিত তৃতীয় জোট এই কোন দিকে জনগনমত নিজেদের সমর্থন বাড়িয়ে দেবে সেটাই ভেবে দেখার। তাই মোদি যখন বল্লভভাইকে কংগ্রেস থেকে ছিনতাই করে আনছে, তখন চিদম্বরম বলছেন মোদি কি দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন। দল থেকে যেন ব্যক্তি বড় হয়ে উঠছে। প্রবাদপ্রতিম আদবানিও স্লথ হয়ে আসছেন। কারণ, রাম রথের চাকায় এবার আর সেই জোড় নেই। তাই বিকাশ পুরুষ কোন দিকে দেশকে নিয়ে যাবে সেটাই দেখার। ওদিকে আম-আদমি পার্টি যেভাবে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা দেখিয়ে সাধারণ মানুষের তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করেছে তাতে আগামী বছর নানান উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়।

এ অবস্থায় বিদেশি রেটিং সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওয়রস জানাচ্ছে, ভারতের রেটিং এখন বিবিবি-নেগেটিভ। যা পাতি ভাষায় বললে অতি জঘন্য। শুনতে খারাপ লাগলেও তাদের মতে ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর যদি নতুন সরকার ভারতীয় অর্থনীতির গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে তবে এই রেটিং তলানিতে নেমে যাবে।

বর্তমান অর্থমন্ত্রী অতটা চিন্তিত নন। কারণ, তিনি মনে করছেন জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির হার ৫ শতাংশের উপরেই থাকবে এবং আগামী দিনে ৯ শতাংশের উপরেই উন্নয়নের হার পৌঁছে যাবে। একথা তো এখন সবাই বুঝেছে যে, জোর করে তো আমরা আর কোনও কিছুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না, তবে চেষ্টা করতে পারি। ২০১৪ যে নতুন ভারত নির্মাণের এক প্রবেশ পথ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, তবে পুরনো ইতিহাসকে ভুলে গেলেও চলবে না।

প্রত্যাশা পূরণ না হলেও যা পেলাম তাতে কমতি নেই

সঞ্জয় সরকার

ঋত্বিকের জীবনচরিত যিনি পর্দায় অনবদ্যভাবে রূপায়িত করেছেন, সেই কমলেশ্বর যখন এই দুঃসাহসিক প্রজেক্টে নামলেন তখন থেকেই হলে যাওয়া অবধি দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছিলাম বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের সেরা এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী কীভাবে টলিউড রূপায়িত করবে। কারণ, চাঁদের পাহাড় যে শ্রেণির সাহিত্য তাকে সিনেমা করতে গেলে হলিউডের সর্বকালের সেরা ব্লকবাস্টার গোল্ডরাশ বা ইন্ডিয়ানা জোনসের সঙ্গে তুলনা অনিবার্য। ছবির প্রথম দিন থেকেই আপামর বাঙালি উপচে পড়েছেন হলে গিয়ে ছবি দেখার জন্য। এমনকী যাঁরা ড্রইং রুমের ভিডিও ছেড়ে জীবনে হলে যান না তাঁরাও ছুটছেন শঙ্করের অভিযান রূপালী পর্দায় দেখার জন্য। ছবির শুরুটা ফাটাফাটি। শঙ্কর যখন হাতির দলের মুখোমুখি হয়েছেন তখনই সমগ্র শিরদাঁড়া টানটান হয়ে যায় আড়াই ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস থ্রিল অনুভব করার জন্য। কিন্তু তারপরেই শঙ্করের গ্রামের বাড়ির দৃশ্য যেমনই এলো তখনই ছবির অংশটা যেন তরুণ মজুমদারের ছবির ব্যর্থ অনুকরণ মনে হল। তারপরে শঙ্কর যেমনই আফ্রিকায় পৌঁছে যায়, তখনই কিন্তু আবার ছবির স্মার্টনেস ফিরে আসে। এর পরে আলভারেজের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত অংশ বেশ টানটান। কিন্তু আলভারেজের মৃত্যুর সময় থেকে তারপরের বাকি এপিসোডটির মধ্যে সেই দুরন্ত বুক দুরুদুরু করা ব্যাপারটি একদমই নেই। যদিও দৃশ্যগ্রহণ ছিল যথেষ্ট সুন্দর। এই অংশটিতে সংলাপের কমতি হেতু পশ্চাৎপট থেকে ঘটনার যেভাবে ধারাবিবরণী (ভয়েস ওভার) দেওয়া হয়েছে তা ত্রুটিমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের কলমের সেই ইন্দ্রজাল কিছুতেই স্পর্শ করতে পারল না। অথচ অনবদ্য ক্যামেরার কাজের সঙ্গে দেব তার সমস্ত খামতি ঢেকে দিয়ে একাকিত্ব ও নিশ্চিত মৃত্যুকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করাটা জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে। কোনও সিরিয়াস ভূমিকায় এতোটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেবের আগে কখনও দেখিনি।

> **সবচেয়ে বড় কথা বাঙালি যে তাঁর শিকড়কে, তাঁর সাহিত্যকে ভুলে যায়নি তার প্রমাণ হলমুখী জনস্রোত।**

কিছুটা চ্যাংড়ামোমার্কা অভিব্যক্তিতে দেব যেমন অত্যন্ত স্বাভাবিক তেমন ছবির এই সিরিয়াস অংশে দিনের পর দিন অসহায়ভাবে গুহায় আটকে থেকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলা এবং জলহীন মরুভূমিতে জীবনের রূপান্তে পৌঁছে যাওয়ার অভিব্যক্তি অত্যন্ত সুন্দরভাবেই দিয়েছেন। রাত্রে সিংহ এসে যখন শঙ্করের ঘর আক্রমণ করে এবং বিষাক্ত সাপ রাত্রে ঘুমন্ত শঙ্করের মুখের উপর ছোবল তোলে সেই দৃশ্যগুলি দেখে মনে হয়েছে বিভূতিভূষণের কলম থেকে সরাসরি উঠে এসেছে দৃশ্য। তবু শেষ অবধি ক্লাসিক সাহিত্যের সার্থক চলচ্চিত্রে রূপায়ণের মধ্যে যে জাদুকাঠির ছোঁয়া অনুভব করা যায় কিছুতেই তার সন্ধান পেলাম না ছবিটি দেখা শেষ করেও। খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে মুগ্ধ করলেও সামগ্রিকতায় পরিপূর্ণ তৃপ্তির এভারেস্ট স্পর্শ করাতে পারলেন না কমলেশ্বর।

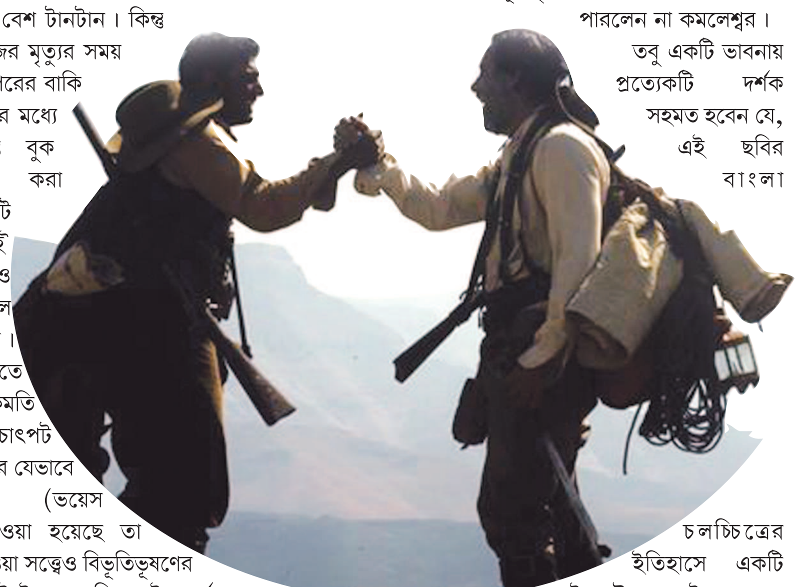

তবু একটি ভাবনায় প্রত্যেকটি দর্শক সহমত হবেন যে, এই ছবির বাংলা চলচিচত্রের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন হয়েই থাকবে। যাঁরা রিমেক ছবির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন বলে প্রচুর কটুক্তি হজম করেছেন সেই ভেঙ্কটেশ ফিল্মসকে বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র অনুরাগীরা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন বাঙালির কৈশোরের এই বাইবেলকে ফিল্মে রূপায়িত করার দুঃসাহসিক কার্যক্রমে সফল হওয়ার জন্য। এর আগে চাঁদের পাহাড় রূপালী পর্দায় আনার স্বপ্ন তরুণ মজুমদার সহ অনেক বাঙালি পরিচালক দেখেছেন। কিন্তু বাংলার স্বর্ণযুগের ছবি করে ঢাক পেটানো প্রযোজকরা কেউ সাহস দেখাতে পারেননি এই অনবদ্য সাহিত্যটিকে ক্যামেরায় ধরার। উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ জানাতে হবে সিনেমাটোগ্রাফার সৌমিক হালদারকে। আফ্রিকার অভিযানের বহু অংশ যেভাবে তিনি ক্যামেরায় ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে হলিউডি মানের। আর একটা ব্যাপার বলতেই হচ্ছে, দেবকে নেওয়া হয়েছে গ্রাম ও অর্ধশিক্ষিত শ্রেণির দর্শকদের কথা ভেবে। তাহলে এতো বেশি ইংরাজি সংলাপ কেন ব্যবহার করা হল? মফঃস্বলের হলগুলিতে বক্স অফিস যথেষ্টই ক্ষতিগ্রস্থ হবে এতো বেশি ইংরাজি সংলাপ ব্যবহারে। প্রযোজক যদি বাজারের কথা নাই ভাবতেন তাহলে তো অনায়াসে শঙ্করের ভূমিকায় আবীরকে নিতে পারতেন। ছবিতে অ্যানিমেশনের কৃত্রিম জীব-জন্তুগুলি আজকের ইউটিউব ঘাঁটা-লাইফ অফ পাই দেখা কিশোরদের কাছে কৃত্রিম লাগবে তবু বলি বাংলা ছবির ক্ষেত্রে ছবির বাজেট যখন ১৫ কোটিতে পোঁছে যায় তখন এইসব ক্ষেত্রে আপোস তো করতেই হবে।

সবচেয়ে বড় কথা বাঙালি যে তাঁর শিকড়কে, তাঁর সাহিত্যকে ভুলে যায়নি তার প্রমাণ হলমুখী জনস্রোত। যেখানে বাংলা ছবিতে সাত কোটি টাকা ওঠাটাই বিশাল ব্যাপার সেখানে আজ প্রযোজক ১৫ কোটি খরচা করেও লাভের স্বপ্ন দেখছেন, টলি ইন্ডাস্ট্রিতে এর থেকে বড় সুখবর আর কি আছে। কিছু ছিদ্রান্বেষী অবশ্য বলবেন, সোনার কেল্লা করা সত্যজিৎ রায় অথবা সবুজ দ্বীপের রাজা করা তপন সিংহ যদি এই ছবি করার সুযোগ পেতেন তাহলে কি হত!

ছবিঃ ফেসবুক থেকে

সেন কন্যারা সপরিবারে

পরিচালক মৈনাক বিশ্বাস তাঁর আগামী ছবি করতে চলেছেন মুনমুন সেন ও তাঁর দুই কন্যা রিয়া-রাইমাকে নিয়ে। ছবির নাম ক্যালকাটা কলিং। একটি বিশেষ ভূমিকায় থাকবেন ঋত্বিক। ১৯৭১ এর পটভূমিকাতেই ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। মৈনাক জানাচ্ছেন বাঙালির জীবন মূল্যবোধের বিবর্তন নিয়ে তাঁর ছবির চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে।

শুভশ্রীর বিপরীতে অঙ্কুশ

এক নম্বর নায়িকা আসনের দিকে দ্রুত বেগে ধাবমান শুভশ্রীর নায়ক এবার হতে চলেছেন অঙ্কুশ। যে অঙ্কুশকে অনেকেই ইদানিং দেবের পরিবর্ত বলে মনে করছে। এস কে মুভিজ প্রযোজিত অশোক পাতি পরিচালিত ছবির নাম 'আমি চেয়েছি তোমায়'। খোকা ৪২০-পর এই প্রযোজনা সংস্থার ছবিটি এবার কতটা হিট করে সেটাই দেখার।

সইফ এবার রেস থ্রি-তে

হলিউডের মতো আরব সাগর পারে এবার সিক্যুয়েল তৈরির ধূম পড়ে গেল। কৃশ থ্রি ও ধূম থ্রি-র পর এবার সইফ আলি খান অভিনীত রেস থ্রি তৈরি হতে চলেছে। আপাতত ছবিটির চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। তবে সবচেয়ে বড় খবর প্রথম দুবারের হিট পরিচালক জুটি আব্বাস-মস্তান এবার ক্যামেরার পিছনে থাকছেন না। এই খবর দিয়ে প্রযোজক রমেশ তুরানি বলেছেন, সইফের সহশিল্পীদের নাম এখনও ঠিক হয়নি।

তথ্যচিত্রে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় নামটার সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, ষাট-সত্তর-আশির দশকে তাঁর হাত দিয়ে একর পর এক হিট বাংলা ছবি তৈরি হয়েছে। আজও অগ্নীশ্বর, নিশিপদ্ম, ধন্যি মেয়ে, মৌচাক-এর মতো অসংখ্য ছবি বাঙালির মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তাঁর ছবিতেই শুভেন্দু চ্যাটার্জি, মিঠুন চক্রবর্তী নায়ক রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

আবার জয়া ভাদুড়ী (বচ্চন) ও দেবশ্রী রায় নায়িকা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর ছবির গানগুলি আজও জনপ্রিয়। টলিউডের সেই মানুষটিকে যাকে সকলে ঢুলুদা বলে চেনেন, টালিগঞ্জের নিজের বাড়িতে তিনি আজ কিছুটা একা। তিরানব্বই উর্ধ্ব একসময়ের দাপুটে পরিচালক আজ বয়সজনিত কারণে গৃহ বন্দি। স্মৃতি তাঁর এখনও পরিস্কার। সিনেমাপ্রাণ এই মহান পরিচালককে নিয়েই তথ্যচিত্র 'অরবিন্দ মুখোপাধ্যারে সঙ্গে কিছুক্ষণ' নির্মান করেছেন সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ-এর অধ্যাপক সুব্রত রায়। এই তথ্যচিত্রে অরবিন্দ মুখোপাধ্যাযের সিনেমার জীবন ছাড়াও তার বেড়ে ওঠার নানান কথা অপূর্বভাবে তুলে ধরেছেন সুব্রতবাবু। সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই তথ্যচিত্রটি দেখানো হয়।

■ *অভিমন্যু দাস*

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ২৮ ডিসেম্বর- ৩ জানুয়ারি,২০১৩

মেষ: মানসিক উদ্বেগ ও চঞ্চলতার জন্য সাফল্যের পদে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। চেষ্টা করলে দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

বৃষ: গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন না। বন্ধুদের বিশ্বাস করলে ভুল হবে। এই সময় খুব বুঝে না চললে ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। স্নেহপ্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

মিথুন: দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য আসবে, তবে প্রেম-প্রীতির বিষয়ে সতর্ক না থাকলে যে কোনও প্রকারে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে বা আধা সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে শুভফল পাওয়া যাবে। আর্থিক উন্নতির কারকতা রয়েছিল। দূর ভ্রমণের যোগাযোগ আসবে।

কর্কট: মনে শান্তি বজায় রাখার পক্ষে অনেকগুলি সুযোগ আসবে। আয় ও উন্নতির ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। হঠাৎ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত ঘটবে। সৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় তথা পেট্রোল জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন।

সিংহ: দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবেন। সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় আর্থিক উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে শুভফল যা উন্নতির যোগ রয়েছে।

কন্যা: আর্থিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিবেচনা করে কাজ করা দরকার। অনেক সময় মিত্র সেজে এসে অমিত্রের মতো কাজ করতে ছাড়বে না। সাবধানতা অবলম্বনীয়। নূতন ব্যবসা করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

তুলা: না জেনে অন্যের ওপর কোনও কাজে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। ব্যবসা ক্রমান্বয়ে ঝিমিয়ে পড়তে থাকবে। এই বিষয়ে নতুন কোনও অর্থ ব্যয় করবেন না। পতি-পত্নীর মধ্যে দ্বন্দ্বভাবের সৃষ্টি হবে। ধর্মীয় বিষয়ে মন দিন, শুভ হবে।

বৃশ্চিক: দেনাপাওনা নিয়ে গোলযোগ ঘটতে পারে এমনকী প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বেকারগণ সামান্য চেষ্টা করলে নতুন কাজ পেতে পারেন। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগ ঘটবে।

ধনু: উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। দেশ ও দশের কাজে সুনামের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অথবা আর্থিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মন বসবে না। গৃহে কল্যাণকর অনুষ্ঠানের যোগাযোগ ঘটবে।

মকর: একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে এগিয়ে যেতে পারবেন। কর্মের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে অংশ নিতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। অলঙ্কারাদি ব্যবসায়ে বা সৌখীন দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: সময়টা এখনও ভালোর দিকে যাচ্ছে না। শত্রুরা ব্যস্ত করার চেষ্টা করবে। অগ্নিভয়, পতন ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু বাধা আসবে। আয় অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য লক্ষিত হবে। পরীক্ষার বিষয়ে মনের মতো ফল হবে।

মীন: জমি জমা বা গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে ভাবনার নিরসন হবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে আয়ের উৎস খুঁজে পাবেন।

মাঙ্গলিকী

পশ্চিম পুটিয়ারির মাসিক সাহিত্য সভা

ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রয়াত হবার পরে পশ্চিম পুটিয়ারি সাহিত্য সংগঠনের যে মাসিক সভাটি হয়, তাতে ৩৫ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেন। প্রথম পর্বে ঋতুপর্ণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণা করেন সংগঠনের সভাপতি ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। আহ্বায়ক সুকুমার মণ্ডল, সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সুজিত দেবনাথ প্রমুখ। সভার গোড়াতে অবশ্য ছিল ঋতুপর্ণের প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন। ঋতুপর্ণের আকস্মিক পরলোকগমন, আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রে যে নতুন ধারা এসেছিল, তার হঠাৎই যেন মরুবুকে নদীর ফল্গু স্রোতে হারিয়ে যাবার মতনই মর্মন্তুদ ঘটনা, একথাই এদিন সবার বক্তব্যে উঠে এলো।

সভার দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিবিধরসের কবিতা পাঠ, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ ও সঙ্গীত। এদিন যাঁরা স্বরচিত কবিতা পাঠে আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন প্রদীপ গুপ্ত, শ্রাবন্তী রায়, বিধান সাহা, উদয় চক্রবর্তী, অনিমা বিশ্বাস, কল্যাণ চৌধুরী প্রমুখ।

রম্যরচনা পাঠে আসরকে জমিয়ে দিলেন দেবপ্রিয় দে, সুকুমার মণ্ডল। কাজী নজরুলকে নিয়ে বিনয় দত্তর নিবন্ধ ছিল মননশীল রচনা। রবীন্দ্র সঙ্গীতে, নজরুলগীতিতে আসরকে সুরের মুর্ছনায় অনুরণিত করলেন ঋণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা রায়, রঞ্জিত দাস, সুরেশ চন্দ্র বৈদ্য (ভক্তিমূলক গান) প্রমুখ।

বহুদিন পরে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন তাসের প্যাকেট নিয়ে বৈঠকী মনের ম্যাজিক। শিল্প মনন পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা সদ্য প্রয়াত স্বপন কুমার দাসের স্মৃতি চারণার মাধ্যমে প্রয়াতকে শ্রদ্ধা জানালেন সংগঠনের সভাপতি।

৩ ঘণ্টা পার করেও আসর চলতে থাকে।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩, সন্ধ্যায় দমদম রোডের মতিঝিল সায়েন্স কলেজে 'সঙ্গীতপ্রিয় সংসদের' দ্বাদশবর্ষ মিলনোৎসব সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের সুষ্ঠ পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ শীল। প্রথমে বাগেশ্রী রাগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে মুগ্ধ করেন যশস্বী শিল্পী বিশ্বনাথ সুর। সঙ্গে তবলা বাজিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেন সুবিখ্যাত কিংবদন্তী তবলাবাদক পণ্ডিত সমর সাহা। কণ্ঠে ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন শ্রাবন্তী ব্যানার্জী, মধুমিতা ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ চক্রবর্তী।

তবলার লহরা বাজান নবাগত ভট্টাচার্য। ইমন কল্যাণ রাগে সেতার বাজান ধ্রুব সেনগুপ্ত। সঙ্গে তবলা বাজান সমীর নন্দী। বাঁশি বাজান অশোক কর্মকার।

গান শোনান শুক্লা সেনগুপ্ত, ঈশিতা দাশগুপ্ত, শ্রীজিতা মুখার্জী, চিরাগ চ্যাটার্জী প্রমুখ। পার্কাসন বাজান অরিজিৎ ব্যানার্জী। গিটার বাজান স্বপন দত্ত। সঞ্চালনা করেন সুজন সেন রায়।

সাহিত্য পত্রিকা ত্রিকাল

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ত্রিকালের শারদ ১৪২০ সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। প্রচ্ছদ চিত্রঙ্কণ রুচিপূর্ণ। শিল্পী সঞ্জীব সিং। গল্পে, নিবন্ধে, আলোচনায়, কবিতায় সংখ্যাটি এবারেও উজ্জ্বল। ধারাবাহিক গল্প লিখেছেন সম্পাদক মধুসূদন কর। অন্যান্য যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁরা হলেন নুপুর বসু, প্রতাপাদিত্য দেব, স্বপন শী, শর্মিলা সেনাপতি, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুপর্না দাস, দীপিকা ঘোষ, সৌম্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, অর্চনা ভট্টাচার্য, প্রিয়তমা, পারুল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর গুঁই, বিকাশ দুবে, প্রদীপ মাসিক, নিতাই মৃধা। সেরা গল্প বোধহয় স্বপন শীর 'সাধু খাঁ'। প্রবন্ধ লিখেছেন কৃষ্ণা সেন, জ্যোতির্বল্লভ সাহা, বিশ্বেশ্বর রায়, মৌমিতা, অভিষেক ঘোষ, মিতা দাশগুপ্ত। নিবন্ধ লিখেছেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। সুনিশ্চিতভাবে সেরা প্রবন্ধ কৃষ্ণা সেনের রচনা 'নিপীড়িতদের বিবেকানন্দ'। আছে ডাঃ ত্রিপর্ণী চট্টোপাধ্যায়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ে প্রবন্ধ। আছে ভ্রমণ, নতুন তারকা নিয়ে রচনা।

বহু কবিতার মধ্যে বিশেষ উজ্জ্বল যে সব কবিতা, সেগুলির রচয়িতা হলেন মধুমিতা রুদ্র, কেদার নাথ দাস, ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস, সঞ্জীব সিং, অসীম চৌধুরী, গোপাল পাকড়াশী, শিশির ঘোষ প্রমুখ। অনু গল্প লিখেছেন সুনির্মল চক্রবর্তী। আরও গল্প লিখেছেন ডাঃ গিয়াসউদ্দিন আমেদ, ডাঃ সুনীল রঞ্জন দাস প্রমুখ।

কিছু কিছু লেখায় বানান ভুল অতি দৃষ্টি কটু। কিছু গল্পের প্লট দুর্বল। তবুও সব মিলিয়ে শারদীয় 'ত্রিকাল' যথেষ্টই উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা। ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে লেখা নির্বাচনে আরও একটু সাবধান হলে ত্রিকাল-এর বহুল প্রচার ঘটবে।

সম্পাদক - মধুসূদন কর
যোগাযোগ - ৯৩৩১২১০৯২৯

শিশুদিবসে নবমিতালির মিলনোৎসব

সুজিত চৌধুরী: উত্তর কলকাতার দেববন্ধু পার্কে শিশুদিবসে নবমিতালি সব পেয়েছির আসর। তাদের আসর প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে রাজ্যসভার সাংসদ মাননীয় প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থানুকূল্যে নবসজ্জিত মালটিজিম বিভাগের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন এশিয়া বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ রবীন চক্রবর্তী এবং বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন উত্তর কলকাতা নেহরু যুবকেন্দ্রের যুব সংযোজক শিবাশিস ব্যানার্জী। এঁরা সকলেই শরীর ও মনের গঠনে খেলাধূলার উপর তৎসহ জিমের ওপর গুরুত্ব আহরণ করেন। এ ব্যাপারে নবমিতালি আসরের ভূমিকার প্রশংসা করেন এই শুভ অনুষ্ঠানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

এছাড়া আসরের সোনারকাঠি ভাইবোনেরা প্রতি বছরের মতো এবারও ভাইফোঁটার আয়োজন করে। বোনেদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসার ফোঁটায় ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনা এই মিলনোৎসবকে উজ্জ্বল করে।

সভায় সভাপতি রূপে ছিলেন রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন আসরের সঙ্ঘমিত্র সব্যসাচী চৌধুরী প্রমুখগণ।

প্রান্তিকের প্রশিক্ষণে ক্ষুদে যোদ্ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্যামবাজার উত্তর প্রান্তিক ক্লাব ২০০৭ সালের ২ অক্টোবর থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করে। নিজেদের উপযুক্ত মাঠ না থাকায় তারা দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতির তাঁবু ও মাঠ ব্যবহার করে। এর আগেই প্রান্তিক ক্লাব এখানে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করত।

নর্থ ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস আয়োজিত লিগে তারা মোট ছয় বার চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৯৭ সাল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। সে বছরও তারা চ্যাম্পিয়ন হয়। এর আগে কিছুদিন প্রশিক্ষণ চালানো হয়। ১৯৮৮ সালে মোট ১৮ জন অনুর্ধ্ব ১৫বছরের ছেলেদের দিয়ে প্রথম কোচিং আরম্ভ হয়। বর্তমানে তিনটি গ্রুপে অর্থাৎ ১২ বছর, ১৪ বছর এবং ১৭ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের ফুটবলে তালিম দেওয়া হয়। ৬ বছর বয়সে ভর্তি নেওয়া হয়। প্রথম কোচ হন রূপক মুখার্জী। বর্তমানে ছেলেদের ৫ জন ও মেয়েদের ২ জন কোচ। ২০-২৫টি বিদালয় থেকে ১১১ জন ছেলে এবং ১০ টি মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ৫৫ জন মেয়ে নিয়ে ফুটবল ক্লাস চলে। বহিরাগত নেওয়া হয় না। মেয়েদের ২০১৩ সালের ৪ মে থেকে শুরু হয়। সকালে ৭টা থেকে ৯টা এবং বিকেলে ৪:৩০ থেকে ৬:৩০ পর্যন্ত চলে। প্রথমে দু'দলে ভাগ হয়ে খেলা হয়। তারপর চলে অনুশীলন। ফুটবলের নানা কৌশল শেখানো হয়। তারপরে দৌড়ান হয়। অবশেষে গোল করে বসে কোচের অধীনে হয় পিটি। প্রধানত ফিটনেস ও স্কিল যোগ্যতার মাপকাঠি ধরা হয়।

১২ বছর ছেলেদের বলরাম ব্যানার্জী, ১৪ বছর ছেলেদের মানব কুমার রায় এবং ১৭ বছর পর্যন্ত রূপক মুখার্জী ও প্রদীপ মুখার্জী কোচিং করান। অবশ্য মেয়েদের মাত্র দু'জন কোচ তপতী দাশগুপ্ত ও লতা ঘোষ। জিমন্যাসটিক কোচ বিশ্বনাথ দাস ও স্টেপিং কোচ সুবীর সামন্ত। সবার উপরে অভিভাবক গোপাল বসু। উৎসাহী নিয়মিত খেলোয়াড়দের বিনা খরচে পোশাক, ট্র্যাকসুট এবং বুট দেওয়া হয়। সারাবছর নিয়মিত টিফিন দেওয়া হয়। তবে বার্থ সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক।

২০০৭ সাল কর্পোরেশন বোরো কাপ জয় এদের উৎসাহ যোগায়। এছাড়া আইএফএ নার্সারি লিগে ২০১১ সালে সেমিফাইনালে ওঠে। একদা দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতি এদের নিয়ে নার্সারি লিগে অংশ গ্রহণ করত। রাজ্য সরকার এদের ২০১২ সালে দুই লক্ষ টাকা পরিকাঠামো উন্নয়নে দান করে। ক্লাবের সদস্যরাও অনুদান দেয়। তথাপি রয়েছে নানা সমস্যা। মাঠের সমস্যা তথা ভাল কোচের। ভারতের ফুটবলে আজ দুর্দিন। একদা এশিয় চ্যাম্পিয়ন আজ সাফ ফুটবলে পরাজিত।

লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশকদের জন্য সুখবর

আপনারা কি আপনাদের প্রিয় লিটল্ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে চলেছেন? কিংবা নতুন কোন সংখ্যা? আপনি কী নিজের কোন সংকলন প্রকাশ করেছেন? খবর দিন আলিপুর বার্তাকে। **কেন?** প্রতি মাসে কোন কোন ম্যাগাজিন প্রকাশ হল। তাতে কি থাকছে। নতুন সংখ্যাই বা কি বেরুল। কারা কারা নতুন নতুন সংখ্যা বা বই প্রকাশ করলেন। এছাড়াও খুবই অল্প খরচে আপনার পত্রিকা বা বইয়েরপ্রচ্ছদ সহ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এই বিভাগে। **যোগাযোগ করুনঃ** অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪ কুণাল মালিক ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

তমলুকে নেতাজীর ঐতিহাসিক জনসভা

প্রবীর জানা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অহিংস ও সহিংস উভয় পন্থায় বিশ্বাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীগণ দাঁতে দাঁত চেপে জীবন বাজী রেখে মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে লড়াই করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য।

আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে একথা ঠিক যে ব্রিটিশ শক্তির ভারতে অভ্যুত্থান ঘটতে শুরু করে ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্ণক সুতানুটিতে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করলে। নবাব আলিবর্দি খাঁর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজ-উদ-দৌল্লা ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে মসনদ লাভ করেন এবং পরের বছর ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে মির্জাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিভের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত ও নিহত হলেন, যদিও মিরমদল, মোহনলাল প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিলেন।

এরপরে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়ে গেল মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রানি শিরোমনি, ময়নাগড়ের রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা মেদিনীপুর জেলার জমিদার তথা রাজাকে বর্ধিত হারে খাজনা দিতে হবে ঘোষণা করলে। এই প্রতিবাদ অগ্নি গর্ভ রূপ ধারণ করে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী ও দশশালা বন্দোবস্ত মেদিনীপুরের তিরিশটি জমিদারি মহলের ওপর আরোপিত হলে।

বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল অস্থিরতা। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য চলতে লাগল গোপন প্রস্তুতি। গড়ে উঠল ডন সোসাইটি, সারস্বত আয়তন, শান্তিনিকেতন, বিবেকানন্দের শিক্ষার ভিত্তিতে আত্মোন্নতি সমিতি প্রভৃতি। ইতিমধ্যে মেদিনীপুরেও গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ব্যবস্থাপনায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন মেদিনীপুর কালেকটরেটের একজন কর্মচারী।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলায় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় সেখানে যোগ দেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি তদানীন্তন প্রায় সব বড় নেতা। এখানে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে তীব্র বিরোধ বাধে এবং সম্মেলন ভেঙে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যা সুরাটের বঙ্গভঙ্গেরই পূর্বাভাস। কংসাবতী নদী তীরের দৃশ্য তাপ্তী তীরস্থ সুরাট নগরে প্রবল ও ব্যাপকভাবে পুনরাভিনীত হয়।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় গান্ধীজির অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হলেও খুব বেশি সংখ্যকের সমর্থনে গৃহীত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল অহিংস নীতির সমর্থনের কারণ দেকান যে সহিংস বিপ্লবীদরে হাতে এমন কোনও অস্ত্র নেই যে ক্ষমতাশালী ইংরেজ সরকারকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলা গভর্ণমেন্ট মেদিনীপুরে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন বা ইউনিয়ন বোর্ড আইন প্রচলন করে। গান্ধীজীর সম্মতি না পেলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বীরেন্দ্রনাথ অহিংস পথে ইউনিয়ন বোর্ড আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে অবশেষে গভর্ণমেন্ট পরাজয় স্বীকার করে, একদিনে মেদিনীপুর জেলা হতে ২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়ে নেনে। এই আন্দোলন বিষয়ে অধ্যাপক সমর গুহ লিখেছেন, শুধু অসহযোগের পথে তিনি প্রথম পদক্ষেপ করেননি - সারা ভারতে তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত দায়িত্বে একটি ঐতিহাসিক গণসংগ্রাম পরিচালনা করেন ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল বইতে লিখেছেন - 'Under the leadersip of Mr. B.N. Sasmal, an advocate, the people of Midnapore Started an agitation for withdrawl of Act (village Self Government Act) from their district and to strengthen their demand they refused to pay the taxes inposed by the newly - established Union Board...'

সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় বীরেন্দ্রনাথের আন্দোলন এতই শক্তিশালী ছিল যে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ১ নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারীর নির্দেশ দেন তাঁর ওপর যাতে তিনি মেদিনীপুরে না প্রবেশ করতে পারেন। ইতিপূর্বে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রাণ বীরেন্দরনাথ প্রভৃতি নেতাগণ স্বরাজ বিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটায় 'স্বরাজ্য দল' গঠন করা হয় কংগ্রেস ত্যাগ না করে। স্বরাজ্য দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সভাপতি, বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক এবং স্বরাজ্য দলের মুখপত্র ফরোয়ার্ড-এর ডাইরেক্টর। পরে সুভাষচন্দ্র বসু এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়া ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইংল্যান্ডের যুবরাজ ভারতে এলে ভারতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ণ হরতাল পালন করলে দেশবন্ধু, দেশপ্রাণ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ছ'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এইভাবে বীরেন্দ্রনাথ বাংলায় বিশেষ করে মেদিনীপুরকে ব্রিটিশ বিরোধী দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেন। দেশবন্ধুর প্রয়ান ঘটে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জুন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর। তাঁদের অবর্তমানে বাংলার নেতৃত্বপ্রদানে এগিয়ে আসেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। মেদিনীপুরের বিমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত, জ্যোতিজীবন ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতি তরুণেরা দেশমায়ের মুক্তি যজ্ঞে নিজের নিবেদন করেছেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল অহিংস পন্থী হলেও বুঝিয়ে দিয়েছেন অহিংস ও সহিংস পন্থীদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য থাকলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে উভয় পন্থীর সমান গুরুত্ব। তাই মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস হত্যায় প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের কেস, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে আসামীর পক্ষ সমর্থন করে বিনা পারিশ্রমিকে কোর্টে লড়েছেন।

> “১৯৩৮ সালে সুভাষবাবু তমলুকে এসেছিলেন। তখন তিনি নেতাজী হননি, তবে তখনই তিনি বোধহয় সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন, সুভাষবাবু তমলুক রাজবাড়ির মাঠে এক বিরাট জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন।”

মেদিনীপুরে তখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত, সুশীল কুমার ধাড়া প্রমুখ। নেতাগন। এখানের ঘরে ঘরে বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী। শুধু পুরুষেরা নয় মাতঙ্গিনী হাজরা, ইন্দুমতি ভট্টাচার্যের মতো মহিলারাও যোগ দিয়েছেন আন্দোলনে। মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়ার জমিদার নন্দ পরিবার, গায়েন পরিবার, তাম্রলিপ্তের রাজ পরিবার, নাড়াজোলের রাজ পরিবার, জড়ো গ্রামের জমিদার রায় পরিবার প্রভৃতি রাজাও জমিদার হাত মিলালেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। মেদিনীপুরের আন্দোলনের বহ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করল সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ এপ্রিল তমলুকে জনসভা করতে এলে। ইংরেজ সরকার ফতোয়া জারি করল কেউ যেন সুভাষচন্দ্র বসুকে সভা করার স্থান না দেন। তাম্রলিপ্তের রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় রাজ আভিজাত্য ত্যাগ করে ও দেশের স্বাধীনতার কাছে রাজত্বকে তুচ্ছ ভেবে সুভাষচন্দ্রকে জনসভা করার প্রস্তাব দেন।

তাম্রলিপ্ত রাজ পরিবারের অন্যতম ব্যক্তিত্ব রাজা বীরেন্দ্র নারায়ণ রায় এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেন যে, তাঁদের আম বাগান রাতের মধ্যে কেটে সুভাষচন্দ্র বসুর জনসভার ব্যবস্থা করা হয়। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন যে, তাঁর শরীর ভাল নেই, তাই তিনি আহার করবেন না। জনসভার পরে তিনি রাজবাড়িতে এলেন বিশ্রাম করতে। রাজমাতা এক গ্লাস দুধ নিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্রের খাওয়ার জন্য। সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন যে পরিবারের অন্যদের খাওয়া হয়েছে কি না। রাজমাতা বললেন যে, এক সন্তান না খেয়ে আছেন, তাই রাজবাড়িতে অরন্ধন পালিত হচ্ছে। একথা শুনে সুভাষচন্দ্র বললেন যে রান্নার ব্যবস্থা করতে, তিনি খাবেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য রচিত ডায়েরি ১৯৯৮ খ্রীস্টাব্দে 'স্মৃতিকণা' নামে প্রকাশিত হয়। ততে লেখা আছে, ''১৯৩৮ সালে সুভাষবাবু তমলুকে এসেছিলেন। তখন তিনি নেতাজী হননি, তবে তখনই তিনি বোধহয় সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন, সুভাষবাবু তমলুক রাজবাড়ির মাঠে এক বিরাট জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন। অতবড় জনসভা আমি আগে দেখিনি। লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনেছিল।

অজয়, রজনী, অনঙ্গ প্রভৃতি নেতারা সভায় উপস্থিত। আমি এই সভায় প্রেসিডেন্ট হয়েছিলাম। সভার একদিন আগে অজয় এসে বলেছিল, ইন্দুদি তোমাকে শুভাষবাবুর সভায় উপস্থিত হতে হবে। আমি তো ভয়ে মরি। বললাম, অতবড়া সভায় আমি কি করে কথা বলব ? অজয় আশ্বাস দিল, বলল তুমি কিছু ভেবো না। তুমি শুধু একটা অভিনন্দন পত্র পাঠ করবে। আমরা সেটা লিখে দেব। সভার আগে আমি সেই অভিনন্দনপত্র পড়েছিলাম। সেই আমার প্রথম মাইকের সামনে দাঁড়ানো। সবাই বলেছিল, আমার অভিনন্দন পাঠ নাকি ভাল হয়েছিল।

সেই সভায় সুভাষবাবু দেশবাসীকে বৃহত্তম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এসব কথার তাৎপর্য আমাদের মধ্যে কেউ বুঝতে পারেননি মনে হয়। মনে পড়ছে, কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষপন্থী এবং গান্ধীপন্থী বলে যেন দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছিল।'

ত্রিপুরী কংগ্রেস গান্ধীপন্থী সুভাষপন্থীদের মধ্যে মত পার্থক্য চরমে ওঠে (১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ)।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে সুভাষচন্দ্রকে আবার গ্রেফতার করা হল। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হল। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি খবর রটল, শুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ। দেশের মুক্তি সাধনায় জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে তিনি চললেন কাবুল-বার্লিন-সিঙ্গাপুরে।

দেশপ্রাণ মেদিনীপুরে সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তাঁর অবর্তমানে সুভাষচন্দ্র সেই আগুনকে উত্তীপ্ত করলেন তমলুকের জনসভায় এসে এবং তা পূর্ণতা পেল ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

তমলুকে নেতাজী

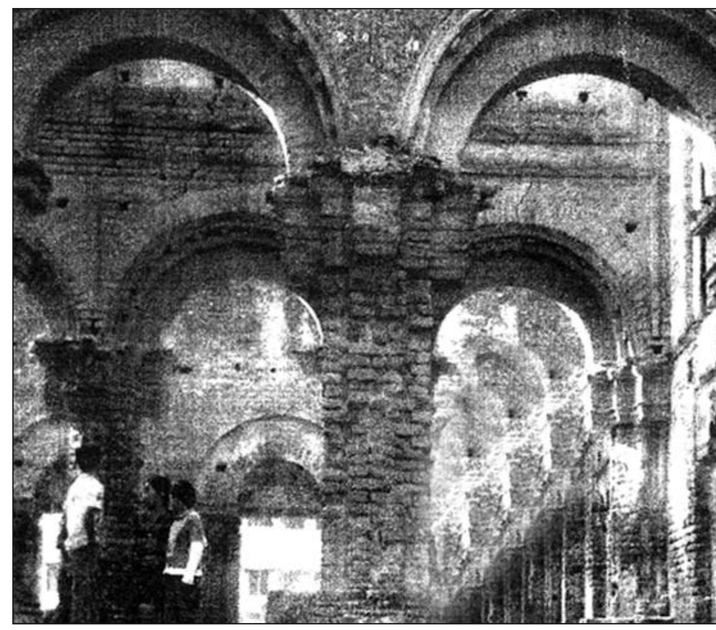

তমলুক রাজবাড়ির প্রবেশপথ

গ্রাহক হোন

আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সত্বর যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।

৮০১৩৫২৩০৯৫

বন্ধ্যাত্ব পুরুষেরও রোগ, শুধু নারীর নয়

কোন দম্পতির সন্তান না হলে সবসময় স্ত্রীকেই দায়ী করা হয়। এমনকি ভারতীয় সমাজে ছেলে না হয়ে মেয়ে হলেও বধূর উপরে অত্যাচার নেমে আসে শ্বশুরবাড়ির। যেকোন শিক্ষিত মানুষ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে জীবনবিজ্ঞান পড়েই জানতে পারেন সন্তান হওয়ার জন্যই দু'জনেরই সমান ভূমিকা রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রেও সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে অক্ষমতা থাকে। দাম্পত্য মিলনের ক্ষেত্রে কোনও অতৃপ্তি না থাকলেও সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে পুরুষদেরও অক্ষমতা থাকে। অথচ শিক্ষিত পরিবারের পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে দায় স্বীকার করতে চান না। ডাক্তার এ.কে.মণ্ডলের পরামর্শ নিয়ে লিখছেন সম্পা কর্মকার।

মানুষের মানসিকতার উন্নতির বিকাশে এখনও কিছু বাধা আছে। কিছু অজ্ঞতা, কিছু সামাজিক বিধি, আর ভুল ধ্যান ধারণা। যার ফলস্বরূপ মেয়েদের মৃত্যু, লাঞ্ছনা, দুঃখ, কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ। কিছুদিন আগে হাসপাতালে একটি বউ-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। মহিলাটিকে দেখেই বোঝা যায় যে সে অত্যাচারে বিত্রস্ত। কথায় কথায় জানতে পারলাম, তিন বছর বিয়ে হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার কোনও বাচ্চা হয়নি। ডাক্তার দেখিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন যে তার কোনও শারীরিক অক্ষমতা নেই। সমস্যাটা তার স্বামীর। কিন্তু তিনি কিছুতেই চিকিৎসা করান না, উপরন্তু মানতেও চান না যে তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে সন্তান ধারন করা যাচ্ছে না। এই নিয়েই গত তিন বছর ধরেই চলেছে শ্বশুর, শাশুড়ি এবং স্বামীর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার।

সব তো প্রকাশ্যে আসে না তাই জানাও যায় না। অনেক মহিলাকে মেরেও ফেলা হয় এই কারণে। আবার অনেককে স্বামী ত্যাগ করে অন্যত্র বিয়ে করেন। শুধু যে অশিক্ষিত সমাজেই হচ্ছে তা নয় কিছু শিক্ষিত লোকেরাও এই ধরনের কাজ করতে পিছু পা হটছেন না। বিশেষ করে প্রতিবেশিরা মানসিকভাবে সহায়তা করার বদলে নানারকম কুমন্তব্য করতে থাকে। নানাধরনের অবান্তর ধারণা, ভয়ভীতি এবং নিজেদের অজ্ঞতার রোগটাকে রোগীর মধ্যে ঢুকিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

বন্ধ্যাত্ব দু-প্রকার হয়। প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী। কোনও দিন বাচ্চা না আসলে সেটা প্রাইমারী। কখনও অ্যাবরসন করার পর বাচ্চা না আসে সেটা সেকেন্ডারি। স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেরই বন্ধ্যাত্বের সমস্যা থাকতে পারে। বাচ্চা না হওয়ার জন্য ছেলেরা ৫০ শতাংশ ও মেয়েরা ৫০ শতাংশ দায়ী।

কি কি কারণে পুরুষদের বন্ধ্যাত্ব হয়?

ছেলেদের ক্ষেত্রে অফিস, বাড়ি সংক্রান্ত অত্যধিক দুঃশ্চিন্তা করলে, এছাড়া বেশি বয়সে বিয়ে হলে, হাইপ্রেসার, সুগার এইসব থাকলে বন্ধ্যাত্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধূমপান করলে ছেলেদের ৪০ শতাংশ সুযোগ থাকে বন্ধ্যাত্ব হওয়ার।

এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি কি?

১। পুরুষদের বন্ধ্যাত্ব স্পেশালিস্ট ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত। যাদের বলা হয় অ্যান্ড্রোলজিস্ট। যদি ধাতুর মধ্যে শুক্রাণু পরিমাণ কম থাকে অথবা শুক্রাণুর পরিবহন ক্ষমতা কম থাকে অথবা কোনওভাবে সংক্রমণ থাকে তাহলে তাকে চিকিৎসা করলে (ইনফরন) করা যায়।

২। যদি পুরুষদের ধাতুর মধ্যে কীট না থাকে তাহলে চিকিৎসায় খুব একটা সুরাহা হয় না। সেক্ষেত্রে আরটিফিসিআল ইন সেমিনেশন অফ ডোনার স্পার্ম করা হয়ে থাকে।

৩। যদি সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হয় তখন বাচ্চা দত্তক নিতে হয়।

মহিলাদের ক্ষেত্রে কি কি কারণে বন্ধ্যাত্ব হয়?

১। ফাস্ট ফুড খাওয়ার জন্য বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

২। ডিম্বকোষ থেকে উপযুক্ত ডিম্বাণু বার না হলেও এই রোগ হতে পারে। একে বলে পিসিওডি।

৩। ফ্যালোপিয়াটেন টিউব-এ কোনওরকম ব্লকেজ বা বাধা থাকলে বন্ধ্যাত্ব হয়।

৪। জরায়ুর গায়ে টিউমার হলে, এন্ডোমেট্রিওসিস হলে অথবা কোনওরকম সংক্রমণ হলে যেমন টি.বি হলে বাচ্চা আসে না।

চিকিৎসা পদ্ধতি :

প্রথমে রক্ত পরীক্ষা, ল্যাপ্রোস্কপি ও আনুষাঙ্গিক আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বাচ্চা না আসার কারণ নির্ধারণ করা হয়। এর পরে কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় বাচ্চা না হওয়ার কারণ পাওয়া যায় না। সেটা হতে পারে ২০-৩০ শতাংশ। কারণ না পাওয়া গেলে ঔষধ মারফত ডিম্বানু বার করে চিকিৎসা করা হয়। একে বলে 'ইনডাকশন অব ওভুলেশন'। এছাড়া হরমোনাল কিছু ইনজেকশন দিয়ে ডিম্বানু বার করা যায়। এই সমস্ত চিকিৎসা কার্যকরী না হলে আইভিএফ (ইনভিট্রো ফেরটিলাইজেশন)-এর মাধ্যমে স্পেসালাইসড ইনফেরটিলিটি সেন্টার-এ বাচ্চা আনানোর ব্যবস্থা আছে। যদিও এই চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যায়বহুল। এক্ষেত্রে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৩০-৪০ শতাংশ।

বাচ্চা না হওয়ার দরুণ কোনও বধূকে অযথা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা কোনও সুস্থ ও সভ্য সমাজ এবং মানুষের কাছে কাম্য নয়। অন্যসব রোগের মতো বন্ধ্যাত্ব একটি রোগ। তাই এই রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন। সে পুরুষও হতে পারে নারীও হতে পারে। তাই মানসিক সহায়তা এবং সঠিক চিকিৎসা সুস্থ সমাজের মানুষের থেকে কাম্য। তাহলেই পরিবার ও সমাজ সুস্থ ও সুন্দর হতে পারে।

বাস্তুশাস্ত্রে তুলসীপাতার ভূমিকা

স্বপন দেবনাথ, ভবানীপুর, কলকাতা

প্রশ্ন তুলসী পাতার সঙ্গে কি বাস্তুশাস্ত্রের কোনও যোগ আছে?

উত্তর : তুলসী পাতায় ২৭টি এমন উপাদান আছে যা থেকে তিনশো ধরনের আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি হয়। এর থেকে যে সব ওষুধ তৈরি হয় তার সাহায্যে হাঁপানি, যক্ষা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের উপশম হয়ে থাকে।এই সব ওষুধগুলির সাহায্যে শরীরের রক্ত পরিষ্কার হয় এবং হজম শক্তি সুদৃঢ় হয়ে থাকে। তুলসী গাছের কাছে রাখলে অনেক জিনিসই টাটকা থাকে। অনেকটা এই কারণে মৃতপ্রায় এবং মৃত মানুষের শরীরে তুলসী পাতা দেওয়া হয়। তুলসী পাতার সাহায্যে দেহের মধ্যে জীবাণু ধ্বংস হয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তি তাজা থাকে। তুলসী পাতা দেওয়া খাবার গ্রহণের সময় নষ্ট হয় না। তুলসী পাতা শুধুমাত্র শরীকে তাজা এবং সুস্থ রাখে না, পরন্তু মানুষের মানসিক ভাবনা, দিক নির্দেশ এবং কিছু করার ইচ্ছেকে ত্বরান্বিত করে। পদ্মপুরাণের উত্তরাখণ্ডে বলা আছে, বাতাসে তুলসী পাতার নির্যাস সামগ্রিক পরিবেশকে পবিত্র করে তোলে ও যে কোনও পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। তুলসী পাতা শুধ্বিমাত্র শারীরিক উন্নতিকেই ত্বরান্বিত করে না, আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রটিও প্রশস্ত ও উন্নত করতে সাহায্য করে। তুলসী পাতা যে কোনও মানুষের জীবনে ও তাঁর পরিবার পরিজনদেরও যথাযথভাবে সাহায্য করে থাকে। সেইজন্যই বাড়িতে ঢোকার মুখে তুলসী মণ্ডপ স্থাপন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য বিষয় হল তুলসী পাতা পরিমাণ মতো অক্সিজেন সরবরাহ করতে দ্বিধা করে না। পরিবেশ দূষণ রুখতে তুলসী গাছের অবদান অনস্বীকার্য। এমনকি সাপেরাও তুলসী গাছের প্রভাব থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তুলসী গাছ থেকে এক ধরনের তাপ বেড়োয় যা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন তুলসী গাছে এক বিশেষ ধরনের তেল থাকে টা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়। এসভি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এক বিশেষ ধরনের গবেষণা চালিয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন, প্রতিটি বাড়ির উঠোনে তুলসী গাছ থাকার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাড়িতে এই গাছ থাকলে তাকে সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এইসব নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

ঋণ শোধ করা যাবে না

ষোলো পাতার পর

একবার বিলাসপুরের এক দলের সঙ্গে খড়গপুরে এলেন তিনি। সেবারও তাঁর খেলার কোনও কথাই ছিল না। কিন্তু ভাগ্যে এবারও ছিল পুনরাবৃত্তি। দলের এক অপরিহার্য সদস্যের অনুপস্থিতিতে তাঁকে মাঠে নামতে হয়। হকিতেই তাঁর ভবিষ্যত-সিনিয়রদের এই অনুপ্রেরণায় তিনি এবার থেকে হকিতে পুরো মন ঢেলে দেন। সুযোগ পান বিএনআর হকি দলে। ভবিষ্যতে অবশ্য প্রথমে কলকাতার পোর্টট্রাস্ট পরে কলকাতার কাস্টমসে অফিসার হয়ে যোগ দেন এবং ওই দলের হয়ে খেলতেন।

১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের হয়ে দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স দেখান। এরপরে ১৯৫২ এবং '৫৬-তেও অলিম্পিক সোনা জয়ে দলের অপরিহার্য অস্ত্র ছিলেন তিনি। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য ১৯৬০-এ রোম অলিম্পিক যেবার তিনি অধিনায়ক ছিলেন সেবার পাকিস্তানের কাছে ফাইনালে পরাজিত হয়ে রুপো পান। ১৯৫৩-তে বিয়ে করেন কলকাতারই ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ভিলিয়াকে।

লেসলি নিজেও ব্যাডমিন্টন খুব ভালো খেলতেন, আসলে তিনি আদ্যপান্ত ছিলেন ক্রীড়ামনস্ক মানুষ, শুধু মাঠে নন, মাঠের বাইরেও তিনি ছিলেন সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান। যদি জানতে পারতেন কেউ সমস্যায় রয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়তেন তার সমস্যা দূর করতে। বহুজনকে নীরবে, গোপনে আর্থিক সাহায্য করেছেন তিনি। জাতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হলেও আচার আচরণে খাঁটি বাঙালি ছিলেন তিনি। কলকাতা ছিল তাঁর প্রাণ। কলকাতা ছাড়তে হবে বলে তিনি বিদেশের বহু দলের প্রশিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁর আবক্ষমূর্তি বসিয়ে ও তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ করে কলকাতাবাসী সামান্য ঋণ শোধ করল তাঁর।

ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই এগিয়ে : মানস ভট্টাচার্য

ষোলো পাতার পর

ছিল তা দ্রুত মেরামত করে ফেলেছেন। ফলে এই মুহূর্তে আবার পুরোন ইস্টবেঙ্গলকে চেনা ছন্দে দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে মহামেডানের কোচের পদ থেকে আজিজকে সরানো হয়েছে। নতুন কোচ অভিজ্ঞ সঞ্জয় সেন এখনও পুরোপুরি দায়িত্ব নেননি। ফলে দলটি এখন কিছুটা অভিভাবকহীন হয়ে আছে। যদিও লিগের শেষ ম্যাচে তারা পিয়ারলেসকে ভালভাবেই হারিয়েছে। তাদের বঙ্গব্রিগেড ভাল খেলেছে। বিশেষ করে অসীম বিশ্বাস গোলের মধ্যে আছে। ইতিমধ্যেই টোলগেকে তারা ছেড়ে দিয়েছে। পেনও সেইভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারছে না। জোসিমার গোলের মধ্যে থাকলেও ততটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র বিদেশী লুসিয়ানো কিছুটা ভাল খেলেছে। ফলে দলের তিন বিদেশিকে নিয়েই একটা সমস্যা দলে মধ্যে আছে। সেই দিক দিকে ইস্টবেঙ্গলের বিদেশীরা অনেক ভাল অবস্থায় আছে। বিশেষত জেমস মোগা অসম্ভব ভাল খেলছে। গোলের মধ্যে রয়েছে। শেষ লিগের ম্যাচে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছে। দলের মাঝমাঠের প্রধান স্তম্ভ মেহেতাব চোটমুক্ত হয়ে বড় ম্যাচে অবশ্যই খেলবে। সেক্ষেত্রে মাঝমাঠ আরও শক্তিশালী হয়ে যাবে। সুয়েকাও ভাল খেলছে। গোল করার লোকের অভাব নেই। ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় দলটি যথেষ্ট শক্তিশালী। তাই প্রতিটি পজিশনে খেলার জন্য যথেষ্ট ভাল খেলোয়াড় আছে। দলের মধ্যে একটা সুস্থ লড়াই আছে। যেটা সবসময় যে কোনও দলের ক্ষেত্রে ভাল বিষয়। চোট আঘাতের সমস্যা থাকলেও দলগত সংহতি এবং কোলাসোর চমৎকার পরিচালনায় এই মুহূর্তে দলটি ভাল অবস্থায় আছে। কলকাতা লিগেও যথেষ্ট ভালস্থানে আছে। তাই বিরাট কিছু অঘটন না ঘটলে এই বড় ম্যাচের ফল ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে থাকবে বলে মনে করি।

অনুলিখন : অভিমন্যু দাস

ফুটবল বিশ্বকাপের সাতকাহন

ষোলো পাতার পর

জাদুকর বল প্লেয়ারদের আহত করতে থাকে হিংস্র ডিফেন্ডাররা। এমনকী পেলেও এমনভাবে আহত হন তিনি চিরকালের মতো খেলাই ছেড়ে দিতে চান। তবে এরপরেই ফিফা থেকে কিছু রক্ষাকবচ তৈরি হয় কুশলী ফরোয়ার্ডদের বাঁচানোর জন্য। সে বছর সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পর্তুগালের ইউসেবিও। মোজাম্বিকজাত এই ফুটবলারটিকে সকলে পেলের সঙ্গে তুলনা করা শুরু করেন। সে বছর আরেকটি দেশ সাড়া ফেলে দেয়, তারা হল উত্তর কোরিয়া। তাদের সঙ্গে পর্তুগালের খেলায় উত্তর কোরিয়া ৩-০ গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু পরিশেষে ৬-৩ গোলে পরাজিত হয় উত্তর কোরিয়া। শেষপর্যন্ত ফাইনালে ওঠে আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড ও বেকেনবাওয়ারের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানির দল। এক বিতর্কিত গোলে কাপ জিতে নেয় ববি মুরের অধিনায়কত্বে খেলা ইংল্যান্ড।

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হওয়া ১৯৭০-এ ফাইনালে এলো এক উত্তেজনাকর মুহূর্ত। প্রতিদ্বন্দ্বি ইটালি ও ব্রাজিল দু'দলই বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছে দু'বার করে। যে দল তিনবারের মতো জিতবে সে চিরকালের মতো অধিকারে রাখতে পারবে জুলে রিমে-র পরিকে। শেষ অবধি পেলে, আলবার্তদের ব্রাজিল চিরকালের মতো নিয়ে চলে যায় জুলে রিমেকে। এরপরই পেলে বসেন ফুটবল সম্রাটের আসনে।

এই সেই পিকলস কুকুর যে বিশ্বকাপ উদ্ধার করেছিল

এরপর আগামী সংখ্যায়।

বাইশ গজে ভারতের ঋত্বিক এখন বিরাট-পূজারা

ষোলো পাতার পর

রয়েছে তাঁর। এতদিন সকলেই বলে এসেছেন কোহলি কিন্তু শচীনের মতো উন্নত মানের টেকনিকাল দক্ষতার অধিকারী নন, তবে কোহলির মধ্যে ভিভ রিচার্ডসের একটা মার মার কাট কাট ভাব রয়েছে। এবার কিন্তু দেখা গেল কোহলি যতই আগ্রাসী হোক একটা সাবধানী ভাব রয়েছে। এটা ঠিকই শচীনের মতো নিখুঁত নন কোহলি। আড়াআড়ি ব্যাট চালানো প্রবণতা তাঁর আছেই। তবে টি-টোয়েন্টি জেনারেশনের ক্রিকেটার বলেই এটা তো ওর মজ্জাগত হওয়ার কথাই। এখনও অবধি যা মনে হচ্ছে বীরেন্দ্র শেহবাগের মতো তাড়ু ব্যাটসম্যান কিন্তু কোহলি নন। কোহলির একটা নিজস্ব ঘরানা রয়েছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে আজকের ক্রিকেটারদের কিন্তু ওয়ানডে এবং টি টোয়েন্টি চাপ সামলে তবেই টেস্ট ক্রিকেটে আসতে হচ্ছে। কাজেই গাভাস্কার, গ্রিনিজ, বর্ডারদের খেলার শৈলী সঙ্গে কোহলি পূজারাদের তুলনা করলে চলবে না। অনেকে যেকথাটা বলছেন তাহল কোহলির মতো পূজারার মধ্যে ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা নেই।

কিন্তু যাঁরা জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেটারদের কাছ থেকে নিয়মিত দেখেন সেইসব বিশেষজ্ঞরা বার বার বলেন, পূজারা অসম্ভব মনোযোগী ছাত্র। কোচেরা যখনই পূজারাকে কোনও ভুল দেখিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন পূজারা রীতিমত সংকল্পবদ্ধ হয়েই নিজের ত্রুটি শোধরানোর জন্য প্রাণপাত করেন প্রয়োজনে একই শট বার বার প্র্যাক্টিস করেন। বিরাটকে শচীনের সঙ্গে তুলনা করা হলেও বিরাটের মানসিকতা কিন্তু একেবারে পৃথক।

একটা হ্যাপি গো লাকি ব্যাপার আছে বিরাটের মধ্যে। অন্যদিকে পূজারা দ্রাবিড়ের মতো চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মার্কা নন। আসলে প্রত্যেকটি যুগেই খেলার ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে খেলোয়াড়দের ঘরানারও পরিবর্তন হয় গাভাস্কার, বিশ্বনাথদের পরে শচীন, সৌরভের আমলে যেমন খেলার ধরনে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছিল, তেমনি টি-টোয়েন্টি যুগে টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা নতুন ঘরানার প্রবর্তন হতে বাধ্য। তাই এইমুহূর্তে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বিরাট, পূজারা জুটি যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে তাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল এদশকে মাথা উঁচু করেই রাজত্ব করতে পারবে।

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from bonafide agencies/organizations/undertakings/cooperatives/corporations and others for the following at Mehestala (U) ICDS Project, South 24 Parganas.

Category of Job	:	1) Storing Contractor 2) Carrying Contractor
Availability of Tender Form	:	Available on applicaion on bonafide letterhead with Signature and Seal from 28th December, 2013 to 6th January, 2014 on all working days between 12 NOON - 3 PM from the office of the undersigned.
Dropping of Tender	:	Sealed Tenders to be dropped in the Tender Box to be kept at the office of the S.D.O., Alipore Sadar, South 24 Pgs. On 20.01.2014 form 11 A.M. to 2 P.M. after superscribing the category.
Closing of submission of Tender	:	20th January, 2014 at 2 P.M.
Opening of Tender	:	20th January, 2014 at 3 P.M.

Sd/-
Child Development Project Officer
Mahestala (U)ICDS Officer
South 24 Parganas.

১২৯৫(২)/জে.ত.স.দ/২৪ পরগনা(দঃ)/২৩-১২-২০১৩

ধর্ষণের অভিযোগে জেল হেফাজত বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : ধর্ষণের অভিযোগে ৬২ বছরের বৃদ্ধ বিপুল সর্দারকে ১৪দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ২৩ বছরের এক যুবতীকে বারংবার ধর্ষণ করে বিপুল সর্দার। গত ১৪ মে ওই যুবতী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। বিষয়টি পরিবার লোকজন জানতে পারলে বিপুল সর্দারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর বেশ কিছুদিন পলাতক ছিল ওই ধর্ষণকারী। এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পূর্ব) কঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, মা ও কন্যা সন্তানকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হেরোইন সহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবন তলা : তল্লাশিভিযান চালিয়ে হিরোইন সহ পাচারকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আসলাম মোল্লা। জীবনতলা থানার মাকালতলা গ্রামের বাসিন্দা আসলাম মোল্লা বেশ কিছুদিন ধরে হেরোইন পাচার ব্যবসা শুরু করেছিল। ধৃতের কাছ থেকে ছয় গ্রাম হিরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

নদীর জলে পড়ে পর্যটকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : নদীর জলে পড়তে গিয়ে মৃত্যু হল সুন্দরবনে আসা এক পর্যটকের। মৃতের নাম অশোক ঘোষ (৫২)। বাড়ি বারুইপুর। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আটজনের একটি পর্যটকের দল পাখিরালয় একটি হোটেলে ওঠে। রাতে ঘুরতে বেরিয়ে নদীর ভেড়ির বাঁধ থেকে নদীর পড়ে যান অশোক ঘোষ। ফিরতে দেরি দেখায় খোঁজ করতে বেড়োন তাঁর সঙ্গীরা পর্যটকরা। নদীর ভেড়িতে অশোকবাবুর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে গোসাবা থানায় খবর দেন তাঁরা।

ফুটবল বিশ্বকাপের সাতকাহন

কলকাতায় এসেছে বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফিটি। ফুটবলপ্রেমীদের উত্তেজনা চরমে। এই উপলক্ষে বিশ্বকাপের ইতিহাস পরিক্রমায় *সঞ্জয় সরকার।*

অলিম্পিকের সোনাজয়ীকেই তখন বলা হত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফুটবল দল। কিন্তু পেশাদাররা তাতে অংশ নিতে পারতেন না। ওদিকে ততদিনে ফুটবলের আঙিনায় একটু একটু করে বেড়ে চলেছে পেশাদারিত্বের সীমানা। ১৯৩০ সালে বিশ্ব ফুটবলে হর্তাকর্তারা ঠিক করলেন এবার তাঁরা নিজেরা আয়োজন করবেন ফুটবল বিশ্বকাপের। ফ্রান্সের জুলেরিমে তখন সংস্থার সভাপতি। তাঁর উদ্যোগেই হইহই করে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল ফুটবলে বিশ্ব প্রতিয়োগিতার প্রস্তাব। প্রথমবার ১৯৩০ সালে এই সুযোগ পেল দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে। তাতে আবার গোসা বেড়ে গেল ইউরোপের বহু দেশের । তাদের বক্তব্য ইউরোপে যখন সর্বাধিক ও উন্নতমানের ফুটবল খেলা দেশগুলি রয়েছে তখন ল্যাটিন আমেরিকায় কেন এই প্রতিযোগিতার আয়োজন হবে। তাই অনেকগুলি ইউরোপীয় দেশই অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকল।

তবু বেশকিছু দেশ জাহাজে চড়ে চলল উরুগুয়েতে খেলতে। ফরাসী স্থপতি আবেল লাফিউর। ১৪ ইঞ্চি লম্বা, ৩.৮ কেজি ওজন। একটি পরি মাথায় বিশ্বের প্রতিরূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভিতরে ছিল খাটি রুপো, ওপরে ছিল সোনায় মোড়ানো। এই পরি হচ্ছে গ্রীক পুরাণের বিজয়ের দেবী নাইকি'র প্রতিরূপ। সে বছর আয়োজক দেশ উরুগুয়ে জিতে নেয় সোনার পরি। চার বছর পরে ১৯৩৪ সালে ইউরোপের মাঠেই হইহই করে অনুষ্ঠিত হল ষোলটি দেশকে নিয়ে বিশ্বকাপ। '৩৪ এবং '৩৮ দু'বছরই এই কাপ জেতে মুসোলিনীর ইটালি। মজার ব্যাপার ১৯৩৪ সালে বিশ্বকাপের আগে হিটলার ও জার্মানি অস্ট্রিয়া দখল করে নেয়। উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়ার কিছু দক্ষ ফুটবলার জার্মানির হয়ে খেলে বিশ্বকাপ জয়ে সাহায্য করতে পারবে। হিটলারের সেই আশা পূরণ হয়নি। এরপর ১৯৪২, ১৯৪৬ দু'বছর খেলা বন্ধ থাকল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে। ১৯৫০-এ আবার শুরু হল খেলা। এবার ব্রাজিলের মাঠে। এবার বিশ্বকাপের উদ্যোক্তা সভাপতি জুলে রিমে'র নামে ট্রফির নাম হল জুলে রিমে ট্রফি। নিয়ম হল যে দেশ তিনবার এই কাপ জিততে পারবে, তারা চিরকালের মতো জুলে রিমে ট্রফি রেখে দিতে পারবে নিজেদের দেশে। ১৯৫০-এ বিশ্বকাপ উপলক্ষে ব্রাজিল তৈরি করল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ স্টেডিয়াম মার্কানা। কিন্তু দেশ শোকে ডুকে গেল ফাইনালে চিরশত্রু প্রতিবেশী উরুগুয়ের কাছে পরাজিত হয়ে। এরপর ১৯৫৪-তে ঝড় উঠল ম্যাজিক দ্য ম্যাগেয়ার্স-হাঙ্গেরী দলের। ফেরেঙ্ক পুসকাস-এর নেতৃত্বাধীন হাঙ্গেরী দল সেবার ঝড় তুলে দিয়েছিল বিশ্বকাপের আগে থেকেই। তাদের বিচিত্র ক্রীড়া কৌশলের দাপটে ঝড়ের মুখে ঘাসের মতো উড়ে যাচ্ছিল সব দল। কিন্তু দু'জন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় আহত থাকায় এবং জার্মানির দুর্দমনীয় জেদী মনোভাবের কাছে পরাজিত হল পুসকাসের দল। তবে আজ অবধি বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা একাদশের মধ্যে গণ্য হয় এই দলটি। এর কিছুদিন বাদেই সোভিয়েত ইউনিয়নের হাঙ্গেরী আগ্রাসনের ফলে পুসকাসসহ বেশ কিছু ফুটবলার দেশান্তরি হন। ১৯৫৮-তে আসর বসল সুইডেনে। সেবার সবাইকে চমকে দিয়ে ক্রীড়াঙ্গণে আবির্ভাব ঘটল ১৮ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর এডসন আরান্টেস ডো নাসিমান্টো-র। যাঁকে আমরা সবাই চিনি পেলে নামে।

এখনকার বিশ্বকাপ

অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্যে বিশ্বকে মোহিত করে পেলে-গ্যারিঞ্চা জুটি আয়োজক দেশ সুইডেনকে ফাইনালে হারিয়ে ব্রাজিল বাসীর এতো বছরের দুঃখের অবসান ঘটালেন। তবে সেবার তৃতীয় স্থান অধিকারী ফ্রান্সের জাঁ ফঁতাইন সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে সর্বকালের অন্যতম সেরাদের আসনে ঠাঁই করে নেন। ১৯৬২-তে খেলার দায়িত্ব নিল আবার দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলি। সেবার প্রথম পর্বেই পেলে আহত হয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলেন। কিন্তু গ্যারিঞ্চার নেতৃত্বে দুরন্ত আক্রমণ শানিয়ে ফের আমাজন তীরে বিশ্বকাপ নিয়ে গেল ব্রাজিল দল। ১৯৬৬-তে আসরের দায়িত্ব পেল ফুটবলের অন্যতম জনক ইংল্যান্ড। সেবার ঘটে এক অদ্ভুত ঘটনা। জুলে রিমে চুরি হয়ে যায়। পুলিশ খুঁজে খুঁজে হয়রান। দক্ষিণ লন্ডনের নরউড গ্রামে এক কিশোর সকালে ঘুরতে বেরিয়ে ছিল তার পিকলস নামে কুকুরটিকে নিয়ে। কুকুরটি হঠাৎ এক ভাঙাচোরা বাড়ির ঢিপি আঁছড়াতে থাকে। কিশোরটি গ্রামের লোক ডেকে ঢিপিটি খোঁড়ে এবং সেখান থেকে উদ্ধার হয় ট্রফিটি। সে বছর রানি এলিজাবেথের পাশের আসলে বসে পুরো বিশ্বকাপটি দেখে ওই কিশোর তার কুকুরটিকে নিয়ে। সে বছর অত্যন্ত রাফ খেলে

জুলেরিমে কাপ

এরপর পনেরো পাতায়

ঋণ শোধ করা যাবে না লেসলি ক্লডিয়াসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার একমাত্র অলিম্পিক সোনাজয়ী খেলোয়াড় তিনি। ১৯৪৮, '৫২ ও '৫৬-তে অলিম্পিকে হকি সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। বাবা চাকরি করতেন বিএনআরএ। সেই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশে রেলওয়ে কলোনিতে বসতি ছিল পরিবারের। বিলাসপুর ১৯২৭ সালে জন্ম তাঁর। প্রথমে নাম করেছিলেন কিন্তু ফুটবলার হিসেবে। রেল কলোনির মাঠে

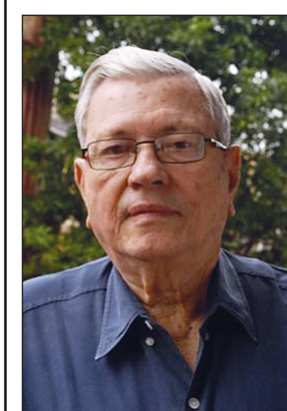

চলছিল এক ফুটবল টুর্ণামেন্ট। দলের নির্ভরযোগ্য এক ফুটবলার অনুপস্থিত হওয়াতে মাত্র ১০ বছর বয়সী ক্লডিয়াসকে নামানো হয় বড়দের সেই ম্যাচে। কিন্তু দুর্দান্ত খেলে সকলের নজর কেড়ে নেন কিশোর লেসলি। পাশাপাশি চলত হকি খেলাও। তবে মূলত ফুটবলার হিসেবেই ছিল তাঁর পরিচিতি।

এরপর পনেরো পাতায়

বাইশ গজে ভারতের ঋত্বিক এখন বিরাট-পূজারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শচীন ও রাহুল দ্রাবিড় অবসর নেওয়াতে ক্রিকেট মহল জুড়ে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে ভারতীয় টেস্ট দলের যে শূন্যস্থান তৈরি হল তা আদৌ পূরণ হবে কিনা। যে নতুন প্রজন্ম ভারতীয় ক্রিকেটে উঠে এসেছে তার সদস্য বিরাট কোহলি, চেতেশ্বর পূজারা, শিখর ধাওয়ানরা ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি-তে যতই কৃতিত্ব দেখান না টেস্ট ক্রিকেটের বিশাল দায়িত্ব তাঁরা হয়ত বহন করতে পারবেন না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম টেস্টের পর দেখা গেল কোহলি, পূজারা জুটি শচীন, দ্রাবিড়ের শূন্যস্থান পূরণ করার যোগ্য উত্তরাধিকারী। দেশের মাটিতে ওরা যখন দারুণভাবে সফল হচ্ছিলেন তখন সকলেই অপেক্ষা করছিলেন বিদেশের মাঠে যেখানে বল কাঁধ অবধি উঠে আসে সেই ঘাসে ভরা দ্রুত পিচে এরা আদৌ সফল হবেন কিনা। ওয়ান ডে-তে ধোনি বাহিনী দুরমুস হওয়ার পর এ সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম টেস্টে কোহলি ও পূজারা জুটি ২২২ রানের এমন একটা পার্টনারশিপ খেলে গেল যে প্রমাণ হল ভারতের এই নতুন প্রজন্ম শুধু উপমহাদেশের মাঠেই নয়, স্প্রিংবকদের দেশেই তাঁদের দাপট দমিয়ে দিতে সক্ষম। কোহলি আদৌ টেস্ট পর্যায়ের ক্রিকেটার কিনা তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠত কিন্তু কিছুদিন আগেই রাহুল দ্রাবিড় বলেছিলেন, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের সবচেয়ে পরিশ্রমী ক্রিকেটার কোহলি। পূজারা এবং কোহলির মধ্যে একটা মিল দুজনের মধ্যেই সাফল্যের খিদে যথেষ্ট। কখনই তাঁরা উইকেট ছেড়ে দিয়ে আসবেন না। কোহলিকে সবসময় দেখা গিয়েছে আলগা বল পেলেই তাঁকে কড়া হাতে শাসন করে স্কোরবোর্ডে ঘোড়া ছোটান। প্রথম দিকে এব্যাপারে পূজারা একটু পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে পূজারাও যথেষ্ট আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠেন। তবে বহু ক্রিকেট প্রেমী যেটা বলছেন তা হল পূজারা কখনই দ্রাবিড়ের মতো ধ্রুপদী ঘরানার ব্যাটসম্যান নন ঠিকই, কিন্তু যথেষ্টই ধীর স্থির। তাড়াহুড়ো বলে কোনও ব্যাপার তার মধ্যে নেই। অপর দিকে কোহলি ক্রিজে থেকে বার বার মনে করে দিয়েছেন শচীনের মতোই আগ্রাসী মনোভাব

এরপর পনেরো পাতায়

কলকাতা লিগে আসন্ন বড় ম্যাচ

ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই এগিয়ে : মানস ভট্টাচার্য

আগামী কাল এবারের জৌলুসহীন কলকাতা ফুটবল লিগের বড় ম্যাচের ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান। কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে কয়েককদম এগিয়ে আছে। দলগত সংহতির দিক দিয়ে যথেষ্ট সুসংবদ্ধ দল ইস্টবেঙ্গল। নতুন কোচ কোলাসো এসে দলের মধ্যে এতদিন

ইস্টবেঙ্গল ধারে-ভারে-ছন্দে সবদিক দিয়েই মহামেডানের থেকে বেশ লাল-হলুদ টিমে সংহতির যে ঘাটতি

এরপর পনেরো পাতায়

সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সুধীর নন্দী কর্তৃক এল.এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫ হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক ঃ** কুণাল মালিক।